

চরিতাবলী

শ্রীদেশ্বরচন্দ্ৰবিদ্যাসাগৱসকলিত ।

চতুদশ সংস্করণ ।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্ৰ ।

সংবৎ ১৯২৫।

বিজ্ঞাপন

সৎক্ষেপে ও সরল ভাষায় কতকগুলি মহানুভাবের বৃত্তান্ত
সম্প্রসারণ করিলে, বালকদিগের
লেখা পড়ায় অনুরাগ জনিতে ও উৎসাহবৃক্ষ হইতে পারে,
এই পুস্তকে সেই সেই অশ্বমাত্র সম্প্রসারণ করিলে, এরপ
বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে, এরপ অনেক বিষয় মধ্যে মধ্যে নির্বেশিত
হইত যে তৎসমূদায় এতদেশীয় বালকদিগের অনায়াসে বোধগম্য
হইত না, এবং ব্যাখ্যা করিয়া বালকদিগের বোধগম্য করিয়া
দেওয়া শিক্ষক মহাশয়দিগের পক্ষেও নিতান্ত সহজ হইত না।

বালকদিগের নির্মিত পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যেরপ
যত্ন ও পরিশ্রম করা উচিত, নিতান্ত অনবকাশ ও শারীরিক
অসুস্থতা বশতঃ, আমি সেন্টপ করিতে পারি নাই। সুতরাং
এই পুস্তকে অনেক অংশে অনেক দোষ ও ন্যূনতা লক্ষিত
হইবেক। বারান্দারে মুদ্রিত করণ কালে সেই সকল দোষের ও
ন্যূনতার পরিহারে সাধ্যানুসারে ধ্বনি করিব।

শ্রীসৈগুরচন্দ্রশঙ্কু

কলিকাতা। সৎকৃত কালেজ।

১লা শ্রাবণ। সৎকৃত ১৯১৩।

সূচী

	পৃষ্ঠ
ডুবাল	১
উইলিয়ম রক্সেন	২২
হীন	২৬
জিরোম টোন	৩৭
হটের	৪১
মিমসন	৪৮
উইলিয়ম হটেন	৫৭
ওগিলবি	৬৮
লীভন	৭০
জেক্সন	৮২
উইলিয়ম গিফোর্ড	৯১
উইলিমন	১০৬
উইলিয়ম পটেলস	১০৯
এডিয়ন	১১২
প্রিজো	১১৪
ডাক্টর এডাম	১১৬
লম্বনসফ	১১৭
মেডক্স	১২০
লজেমটেনস	১২২
ব্রেম	১২৫

চরিতাবলী

ডুবাল

ফ্রান্স দেশের অন্তঃপাতী আর্টনি গ্রামে
ডুবালের জন্ম হয়। ডুবালের পিতা অতি
দুঃখী ছিলেন, সামান্যরূপ ক্ষমিকর্ম অবলম্বন
করিয়া, সংসারনির্বাহ করিতেন। ডুবালের
দশ বৎসর বয়স, এমন সময়ে তাঁহার পিতা
মাতার হত্যা হইল। ডুবাল অত্যন্ত দুঃখে
পড়িলেন। দুঃখে পড়িয়া, তিনি এক ক্ষমকের
গৃহে রাখালী কর্মে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু
সামান্য দোষে ক্ষমক, কিছু দিন পরেই,
তাঁহাকে দূর করিয়া দিল।

ডুবাল, নিরূপায় হইয়া, দেশত্যাগ করিয়া,
লোরেন চলিলেন। পথে বসন্ত রোগ হইল।

এক ক্রমক তাঁহাকে আপন বাটীতে লইয়া
গেল, এবং চিকিৎসা করিয়া, পথ্য দিয়া,
তাঁহার আণৱিক্ষণ করিল। ক্রমক দয়া করিয়া
আপন বাটীতে লইয়া না গেলে, হয় ত, এই
রোগেই ডুবালের হত্য হইত।

কিছু দিন পরে, ডুবাল এক ঘেষব্যব-
সায়ীর আলয়ে রাখাল নিযুক্ত হইলেন। এই
সময়ে, এক দিন, তিনি কোন বালকের হস্তে
একখানি পুস্তক দেখিলেন। ঐ পুস্তকে
মানবিধি পশু পক্ষীর ছবি ছিল। এ পর্যন্ত
ডুবালের লেখা পড়া আরম্ভ হয় নাই; স্মৃতরাঙ
ঐ পুস্তক পড়িতে পারিলেন না ; কিন্তু ইহা
বুবিতে পারিলেন, পুস্তকে যে সকল পশু
পক্ষীর ছবি আছে, তাহাদেরই বৃত্তান্ত লিখিত
হইয়াছে।

ঐ সমস্ত পশু পক্ষীর কথা কিরূপ লেখা
আছে জানিবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত
কোতুহল জন্মিল। তিনি সেই বালককে
কহিলেন, ভাই ! এই পুস্তকে পশু পক্ষীর
কথা কি লেখা আছে, আমায় পড়িয়া শুনাও।

মে শুনাইল না। ডুবাল বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই দুষ্ট বালক কিছুতেই সম্মত হইল না।

ডুবাল অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে রূপে পারি, লেখা পড়া শিখিব। লেখা পড়া শিখিতে ইচ্ছা হইল বটে, কিন্তু শিখিবার কোন সুযোগ হয় না। তিনি, কার কাছে যাইবেন, কে শিখাইবে, কিছুই স্থির করিতে পারেন না। সমবয়স্ক বালকদিগের নিকটে গেলে, তাহারা শিখাইতে চায় না। এজন্য, তিনি রাখালী করিয়া যা কিছু পাইতেন, তাহা আর কোন বিষয়ে ব্যয় না করিয়া, যে সকল বালক লেখা পড়া জানিত, তাহা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, তাহাদের নিকট লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন।

এই রূপে, ডুবাল লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু আর আর দুষ্ট বালকেরা বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। এজন্য তিনি সর্বদাই এই চিন্তা করেন, যেখানে কোন গোলমাল নাই, এমন

স্থান না পাইলে, লেখা পড়ার সুবিধা হইবেক
না ; এরপ স্থান কোথায় পাই ।

এক দিন ভ্রমণ করিতে করিতে, তিনি
একটি আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ঐ আশ্রমে
পালিমান নামে এক তপস্বী থাকিতেন। ডুবাল
দেখিলেন, ঐ আশ্রম অতি নির্জন স্থান, কোন
গোলমাল নাই । এজন্য, তিনি ঘনে ঘনে
স্থির করিলেন, যদি তপস্বী মহাশয় অনুগ্রহ
করিয়া আমায় আশ্রমে থাকিতে দেন, তাহা
হইলে, এখানে থাকিয়া ভাল করিয়া লেখা
পড়া শিখিব । পরে, তিনি ঠাহার নিকট
আপন প্রার্থনা জানাইলেন। তপস্বী সম্মত
হইলেন। ঐ সময়ে, আশ্রমে একটি ভৃত্য
নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল। পালিমান
ডুবালকে নিযুক্ত করিলেন। ডুবাল, অতিশয়
আহঙ্কারিত হইয়া, ঘনের সুখে আশ্রমের কর্ম
করিতে ও লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন ।

কিছু দিন পরেই, পালিমানের কর্তৃ-
পক্ষীয়েরা ঐ কর্মে অন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত
করিয়া পাঠাইলেন। সুতরাং ডুবালের মে কর্ম

গেল, এবং আঞ্চলিক থাকিয়া নির্বিস্তৃত লেখা পড়া করিবার যে সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহাও গেল। ডুবাল অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পালিমান অতিশয় দয়ালু ছিলেন। তিনি, ডুবালের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, এক পত্র লিখিয়া, তাহাকে আর এক আঞ্চলিক পাঠাইয়া দিলেন। ঐ আঞ্চলিক কয়েক জন তপস্বী বাস করিতেন। তাহাদের কতিপয় ধেনু ছিল। তাহারা, পালিমানের পত্র পাইয়া, ডুবালকে সেই কয় ধেনুর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিলেন।

এই তপস্বীরা বড় ভাল লেখা পড়া জানিতেন না। কিন্তু তাহাদের কতকগুলি পুস্তক ছিল। ডুবাল প্রার্থনা করাতে, তাহারা তাহাকে ঐ সকল পুস্তক পড়িতে অনুমতি দিলেন। ডুবাল সেই সকল পুস্তক লইয়া পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু আপনি সমুদায় বুবিতে পারিতেন না। যে সকল স্থান কঠিন বোধ হইত, কেহ আঞ্চলিক দেবিতে আসিলে, তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন।

ଡୁବାଲ ସେ ଅମ୍ପ ବେତନ ପାଇତେନ, ଥାଓଯା
ପରାର କ୍ଲେଶ ସ୍ଵୀକାର କରିଯା, ତାହାର ଅଧିକାଂ-
ଶି ବାଁଚାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ପାଇତେନ, ଏବଂ ଯାହା
ବାଁଚାଇତେ ପାରିତେନ, ତାହାତେ ଆବଶ୍ୟକମତ
ପୁଣ୍ୟକ କିନିତେନ । ଏକଣେ ତିନି ଅଧିକ
ପଡ଼ିତେ ପାରିତେନ, ସୁତରାଂ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟକ
ଲାଭେର ଆକାଙ୍କ୍ଷା ହିୟାଛିଲ ; କିନ୍ତୁ ସେ ଆୟ
ଛିଲ, ତାହାତେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟକ କ୍ରୟ କରିବାର
ସମ୍ଭାବନା ଛିଲ ନା । ତିନି, ଆୟବୃଦ୍ଧି କରିବାର
ନିମିତ୍ତ, ଫାଁଦ ପାତିଯା ବନେର ଜନ୍ମ ଧରିତେ
ଆରମ୍ଭ କରିଲେନ । ଏ ମକଳ ଜନ୍ମ, ଅଥବା
ଉହାଦେର ଚର୍ମ, ବାଜାରେ ବିକ୍ରୟ କରିତେନ, ଏବଂ
ତାହାତେ ଯାହା ଲାଭ ହିତ, ତାହା ଜମାଇଯା,
ତଥାରା ଘନେର ମତ ପୁଣ୍ୟକ କିନିତେନ ।

ବନେର ଜନ୍ମ ଧରିତେ ଗିଯା, ଡୁବାଲ କଥନ
କଥନ ବିଷମ ସଙ୍କଟେ ପଡ଼ିତେନ, ତଥାପି କ୍ଷାନ୍ତ
ହିତେନ ନା । ତିନି ଏକ ଦିନ, ବନମଧ୍ୟ ଭୟନ
କରିତେ କରିତେ, ଏକ ଗାଛେର ଡାଲେ ଏକଟା
ବନ୍ୟ ବିଡ଼ାଲ ଦେଖିତେ ପାଇଲେନ । ବିଡ଼ାଲେର
ଗାତ୍ରେର ଲୋମଣ୍ଡଳି ଅତି ଚିକଣ ଦେଖିଯା, ତିନି

বিবেচনা করিলেন, এই বিড়ালের চর্ম বিক্রয় করিলে, কিছু অধিক পাওয়া যাইবেক ; অতএব ইহাকে ধরিতে হইল । এই বলিয়া, গাছে চড়িয়া, ডুবাল তাড়াতাড়ি করিতে আরম্ভ করিলেন । বিড়াল তাড়া পাইয়া, খানিক এ ডাল ও ডাল করিয়া বেড়াইল ; কিন্তু নিতান্ত পীড়া-পাড়ি দেখিয়া, অবশ্যে গাছ হইতে নামিয়া পড়িলেন । বিড়াল দোড়িতে আরম্ভ করিল ; ডুবালও পশ্চাত্ত পশ্চাত্ত দোড়িলেন । বিড়াল এক বৃক্ষের কোটৱে প্রবেশ করিল । ডুবাল, পীড়াপীড়ি করিয়া, তাহার ভিতর হইতে ঘেঘন বাহির করিলেন, অন্তনি বিড়াল তাহার হাতের উপর ঝাঁপিয়া পড়িল, আঁচড়াইয়া সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিল, এবং নথর স্বারা ঘাড়ের কতক দূরের চামড়া উঠাইয়া লইল । ডুবাল তথাপি উহাকে ছাড়িলেন না ; অবশ্যে, উহার পাথরিয়া, এক গাছে বারংবার আছাড় মারিয়া উহার আগসংহার করিলেন । শ্ৰী বিড়ালের চর্ম বিক্রয় করিয়া পুনৰ্বৃক্ষ কিনিতে পারিবেন,

এই ভাবিয়া প্রকৃত্যাচিত্ত হইয়া, তিনি উহাকে গৃহে আনিলেন, বিড়ালের নথুরপ্রাণের সর্বাঙ্গ থেকে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, সে ক্লেশকে এক বার ক্লেশ বলিয়া ভাবিলেন না ।

এক দিন, ডুবাল, বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, একটি সোনার সীল পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলেন । ঐ সীলের অনেক মূল্য । ডুবাল, ইচ্ছা করিলে, ঐ সীল বিক্রয় করিয়া, সাম্ভ করিতে পারিতেন । তিনি অতি দুঃখী হিলেন বটে, কিন্তু সেন্ধপ লোক হিলেন না । তিনি পরের দ্রব্য অপহরণ করা অন্যায় কর্ম বলিয়া জানিতেন, এজন্য ঐ সীল আপনি লইব বলিয়া, এক বারও ঘনে করিলেন না ; বরং তৎক্ষণাত্ প্রচার করিয়া দিলেন, আমি এইরূপ একটি সোনার সীল পাইয়াছি; যাঁহার হারাইয়াছে, তিনি আমার নিকট আসিয়া লইয়া আইবেন । যাঁহার সীল হারাইয়াছিল, কয়েক দিন পরেই তিনি উপস্থিত হইলে, ডুবাল তাহাকে সেই সীল দিলেন ।

ঐ ব্যক্তি, সীল পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া, ডুবালের পরিচয় লইলেন, তাহার অবস্থা, লেখা পড়া শিখিবার যত্ন, ও কত শিক্ষা হইয়াছে, এই সমস্ত অবগত হইয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, এবং তাহাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়া, যাইবার সময়, বলিয়া গেলেন, তুমি মধ্যে মধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। ডুবাল যথন যথন সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, ঐ ব্যক্তি তাহাকে এক একটি টাকা দিতেন। ঐ টাকা ডুবাল অন্য কোন বিষয়ে ব্যয় করিতেন না, তদ্বারা কেবল পুস্তক কিনিতেন; আর ঐ ব্যক্তিও তাহাকে মধ্যে মধ্যে পুস্তক দিতেন। এই স্বয়োগে, তাহার বিস্তর পুস্তক সংগ্ৰহ ও বিস্তর পুস্তক পাঠ করা হইল।

যথন ডুবাল তপস্বীদিগের গোরু চৱাইতে যাইতেন, সে সময়েও পড়ার ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি বনে গোরু ছাড়িয়া দিয়া পড়িতে বসিতেন। পড়িবার সময় চারি দিকে পুস্তক ও ভূচিৰ সকল খোলা থাকিত। তিনি পড়ায়

এমন মন নিবিষ্ট করিতেন যে, নিকটে লোক দাঁড়াইলে, অথবা নিকট দিয়া লোক চলিয়া গেলে, টের পাইতেন না । ডুবাল অতিদিন এইরূপ করেন ।

এক দিবস, সেই দেশের রাজাৰ পুত্রেৱা সহগয়া করিতে গিৱাছিলেন । তাহারা, পথ হারাইয়া, ইতস্ততঃ ভূমণ করিতে করিতে, ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন, এক দুঃখী রাখাল, গোকুল ছাড়িয়া দিয়া, ভূচিৰ ও পুস্তকে বেষ্টিত হইয়া, নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতেছে । দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া, রাজপুত্রেৱা ডুবালেৱ নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার পরিচয় লইয়া, কত দূৰ শিক্ষা হইয়াছে, তাহার পৱীক্ষা কৰিলেন । রাখাল হইয়া কি রূপে এত লেখা পড়া শিখিল, ইহা জানিবার নিমিত্ত, তাহারা অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন এবং জিজ্ঞাসা কৰিয়া, সবিশেষ সমুদায় অবগত হইয়া, যেমন বিশ্বাপন্ন হইলেন, তেমনই আঙ্গুলাদিত হইলেন ।

জ্যেষ্ঠ রাজকুমাৰ, আপনাৰ পরিচয় দিয়া,

ডুবালকে কহিলেন, অহে রাখাল ! আর
তোমার গোকুল চরাইয়া কাজ নাই ; তুমি
আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় উত্তম
কর্মে নিযুক্ত করিব। ডুবাব কোন কোন
পুস্তকে পড়িয়াছিলেন, যাহারা রাজসংসারে
চাকরি করে, তাহারা প্রায় দুশ্চরিত্ব হয় ;
এজন্য কাহিলেন, আমি আপনকার সঙ্গে
যাইব না ; আমার রাজসংসারে চাকরি
করিতে বাঞ্ছা নাই ; যত দিন বাঁচিব, এই
বনে গোকুল চরাইব ; সে আমার ভাল ; আমি
এ অবস্থায় বেস সুখে আছি। কিন্তু, যদি
আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমার পড়া শুনার
ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে,
আমি আপনকার সঙ্গে যাই ।

রাজকুমার, ডুবালের এই উত্তর শুনিয়া
পূর্ব অপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইলেন, এবং
ডুবালকে রাজধানীতে লইয়া গিয়া তাহার
বিদ্যাশিক্ষার উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন ।
ডুবাল ইতিপূর্বেই, আপন ঘরে ও পরিষ্কারে,
অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন ; এক্ষণে উত্তম

উত্তম অধ্যাপকের নিকট উপদেশ পাইয়া,
অন্পে কালেই বিলক্ষণ পাণ্ডিত হইয়া উঠিলেন।
রাজা, ডুবালকে বহু বিদ্যায় নিপুণ দেখিয়া,
নিজ পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ও পূরাবৃত্তের
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি এমন
উত্তম রূপে পূরাবৃত্তের শিক্ষা দিতে লাগি-
লেন যে, দেশে বিদেশে তাঁহার নাম খ্যাত
হইল।

এই রূপে, ডুবাল দুই প্রধান পদে নিযুক্ত
হইলেন, রাজার প্রিয় পাত্র হইলেন, এবং
ক্রমে ক্রমে ধনসঞ্চয় করিলেন, কিন্তু রাখাল
অবস্থায় তাঁহার ঘেরাপ স্বভাব ও চরিত্র ছিল,
তাঁহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। রাজ-
সংসারে থকিলে ও রাজার প্রিয়পাত্র হইলে,
মনুষোর যে সকল দোষ জগ্নিবার সম্ভাবনা,
ডুবালের তাঁহার কোন দোষ জগ্নে নাই।
হীন অবস্থায় থাকিয়া ভাল অবস্থা হইলে,
অনেকের অহঙ্কার হয়, কিন্তু ডুবালের তাহা
হয় নাই। তিনি দুঃখের অবস্থায় ঘেমন ন আ
ও নিরহঙ্কার ছিলেন, সম্পদের অবস্থাতেও

সেইরূপ নত্র ও নিরহঙ্কার রহিলেন। এই
সকল গুণ থাকাতে, ডুবাল সকলের প্রিয়
হইয়াছিলেন। ডুবালের মৃত্যু হইলে,
সকলেই ঘার পর নাই দুঃখিত হইয়াছিল।

ঘাসারা মনে করে, দুঃখে পড়িলে লেখা
পড়া হয় ~~ন~~ তাহাদের, মন দিয়া, ডুবালের
বৃত্তান্ত পাঠ করা আবশ্যিক। দেখ, ডুবাল
অতি দুঃখীর সন্তান, অশ্পি বয়সে পিতৃহীন
ও মাতৃহীন হন, পেটের ভাতের জন্যে কত
জায়গায় রাখালী করেন; তথাপি কেমন
লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, ও কেমন সন্দৰ্ভ
ও কেমন সংগ্রহ লাভ করিয়া, সুখে কাল-
ঘাপন করিয়া শিখিছেন। যদি তাহার লেখা
পড়ায় অনুরাগ না জন্মিত, এবং যত্ন ও শ্রম
করিয়া না শিখিতেন, তাহা হইলে রাখালী
করিয়া ঘাবজীবন দুঃখে কালঘাপন করিতে
হইত, সন্দেহ নাই।

ଡିଲିଯମ ରଙ୍କୋ

ଡିଲିଯମ ରଙ୍କୋ ଦୁଃଖୀର ସନ୍ତାନ ଛିଲେନ । ତୀହାର ପିତା କୁଷିକର୍ମ କରିଯା କଟେ ସଂମାର-
ନିର୍ବାହ କରିତେମ ; ପୁଅକେ ଉତ୍ତମରୂପ ଲେଖା
ପଡ଼ା ଶିଥାନ, ତୀହାର ଏମନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଛିଲ ନା ।
ଶୁତରାଂ ରଙ୍କୋ ବାଲ୍ୟକାଳେ ଅତି ସାମାନ୍ୟରୂପ
ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଥିଯାଛିଲେନ ।

ରଙ୍କୋର ପିତାର ଆଲୁର ଚାସ ଛିଲ । ଏକାକୀ
ଚାସେର ସମୁଦୟ କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରିତେ ପାରେନ ନା,
ଏଜନ୍ୟ ତିନି ରଙ୍କୋକେ, ବାର ବ୍ୟକ୍ତିର ବସନ୍ତେ
ସମୟ, ପାଠଶାଳା ଛାଡ଼ାଇଯା, ଚାସେର କର୍ମେ ନିୟୁକ୍ତ
କରିଲେନ । ତଦବଧି କରେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ,
ରଙ୍କୋ ଚାସେର କର୍ମେ ନିୟୁକ୍ତ ଛିଲେନ । ତିନି
ପିତାର ମଞ୍ଜେ ଚାସେର କର୍ମ କରିତେମ, ଏବଂ ଆଲୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିଲେ, ଆଲୁର ବାଜରା ମାଧ୍ୟାଯ କରିଯା,
ବାଜାରେ ଗିଯା ବିକ୍ରି କରିଯା ଆସିତେନ ।

ରଙ୍କୋ ଅତି ଶୁଶୀଲ ଓ ଶୁବୋଧ ଛିଲେନ ;
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଲକଦିଗେର ମତ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଚଞ୍ଚଳମ୍ବତ୍ତାବ
ଛିଲେନ ନା । ତିନି ଲେଖା ପଡ଼ାଇ ଏମନ ସତ୍ତବାନ୍

ছিলেন যে, চাসের কর্ম করিয়া অবসর পাই-
লেই, অন্য দিকে যন না দিয়া, কেবল লেখা
পড়া করিতেন। তিনি কখন খেলা বা গল্প
করিয়া সময় নষ্ট করেন নাই। অসঙ্গতি
অযুক্ত তাহার পিতা পুস্তক কিনিয়া দিতে
পারিতেন ; সুতরাং দৈবঘোগে ষথন যে
পুস্তক জুটিত, তিনি তাহাই পাঠ করিতেন।
এই রূপে, অবসরকালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ
করিয়া, লেখা পড়ায় তাহার একপ্রকার অধি-
কার জন্মিল। উপদেশ দিবার লোক ও
ইচ্ছামত পড়িবার পুস্তক জুটিলে, তিনি এই
সময়ে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক শিখিতে
পারিতেন, সন্দেহ নাই।

সর্বদা ইচ্ছামত পুস্তক পড়িতে পাইব,
এই অভিপ্রায়ে রক্সো পুস্তকবিক্রয়ের কর্ম
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, তাহার পিতা
তাহাকে এক প্রধান পুস্তকবিক্রেতার দোকানে
রাখিয়া দিলেন। কিছু দিন কর্ম করিয়া
পুস্তকবিক্রয়ব্যবসায় তাহারে ভাল লাগিল
না। তিনি স্বরায় সে কর্ম পরিত্যাগ করি-

লেন। অবশ্যে, তাহার পিতা তাহাকে ওকালতী কর্ম শিখাইবার নিষিদ্ধ, এক উকীলের মিকট রাখিয়া দিলেন।

এই সময়ে, সোভাগ্যকুমাৰ, হোলডন-নামক এক ব্যক্তিৰ সহিত রক্ষোৱ অতিশয় সোহস্য জমিল। হোলডন আতি সুশীল ও অতিশয় বৃক্ষিমান্ ছিলেন, এবং অপে বয়সেই নানা ভাষায় ও নানা বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। রক্ষো ও হোলডন উভয়ে প্রায় সম্বৰক ; উভয়েই বিদ্যাসুশীলনবিষয়ে অত্যন্ত অসুরত ও অত্যন্ত যত্নবান्। অবসরকালে উভয়ে একত্র হইয়া লেখা পড়াৰ চৰ্চা কৰিতে আৱস্থা কৰিলেন।

এ পর্যন্ত রক্ষো জাতিভাষা ইঙ্গৱেজী ভিন্ন আৱ কোন ভাষা জানিতেন না। হোলডন, পৰামৰ্শ দিয়া, রক্ষোকে অন্যান্য ভাষা শিক্ষা কৰিতে আৱস্থা কৰাইয়া দিলেন এবং আপনি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই সুষেগ পাইয়া রক্ষো গ্ৰীক, লাটিন, ফ্ৰাসি ও ইটালীয় ভাষা শিক্ষা কৰিলেন।

এই রূপে, তিনি ক্রমে ক্রমে নানা ভাষার
ও নানা বিদ্যায় নিপুণ হইয়া উঠিলেন। একুশ
বৎসর বয়সে, তিনি শুকালতী কর্ষে প্রযুক্ত
হইলেন, এবং কিছু দিন কর্ম করিয়া কিঞ্চিৎ
সংস্থান হইলে পর, নিবাহ করিলেন।

রক্সে ক্রমে ক্রমে দুই উৎকৃষ্ট ইতিহাস-
গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচার করিলেন; তদ্ধারা
তাঁহার নাম এক কালে দেশে বিদেশে বিদ্যাত
হইল। এই দুই গ্রন্থের রচনাবিষয়ে তিনি
বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই দুই গ্রন্থ
এমন উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, তদ্ধারা তাঁহার নাম
চিরস্মায়ী হইতে পারিবেক। ইহা ভিন্ন, তিনি
আরও কতিপয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে, রক্সে দেশের ঘন্থে এক জন
প্রধান লোক বলিয়া গণ্য হইলেন; সর্বত্র
মান্য হইলেন; এবং কি বিদ্বান् কি সন্ত্বান্ত
লোক, সকলের নিকট সমান আদরণীয় হই-
লেন। রক্সে অতি ধৰ্মশীল লোক ছিলেন;
কখন অধৰ্মপথে পদার্পণ করেন নাই।

দেখ! যিনি, পিতার অসঙ্গতি প্রযুক্ত,

বাল্যকালে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে
পান নাই ; যাঁহাকে, বার বৎসর বয়সের সময়,
পাঠশালা ছাড়িয়া স্বহস্তে চাসের সমুদয় কর্ম
করিতে হইয়াছিল ; যিনি, বাজরা মাধ্যায়
করিয়া, বাজারে গিয়া, আলু বিক্রয় করিয়া
আসিতেন ; সেই ব্যক্তি, কেবল আন্তরিক
যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে, নানা ভাষায় ও নানা
বিদ্যায় পশ্চিত হইয়াছিলেন, দেশের মধ্যে
এক জন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য ও সর্বত্র
মান্য হইয়াছিলেন, এবং এন্হরচনা করিয়া,
সর্বত্র বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

ইন

ইউরোপের অন্তর্ভুক্তি সাক্ষনিপ্রদেশে শেষনিজ
নামে এক নগর আছে। এই নগরে ইনের জন্ম
হয়। ইনের পিতা অতি দুঃখী ছিলেন ; তন্ত-
বায়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, অতি কষ্টে
বহু পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতেন।

ପୁଅକେ ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଥାନ, ତାହାର ଏମନ
ସଙ୍ଗତି ଛିଲ ନା । ଶେଷମିଜ ନଗରେ ନିକଟ
ଏକଟି ସାମାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଲୟ ଛିଲ, ହୀନେର ପିତା
ତାହାକେ ମେଇ ବିଦ୍ୟାଲୟେ ପାଠୀଇଯା ଦିଲେନ ।
ହୀନ କିଛୁ ଦିନ ତଥାଯ ଥାକିଯା, ମେଥାନେ ସତ
ଦୂର ହିତେ ପାରେ, ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଥିଲେନ ।

ଅନ୍ତର, ତାହାର ଲାଟିନ ପଡ଼ିତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଇଚ୍ଛା ହିଲ । ଏ ବିଦ୍ୟାଲୟେର ଶିକ୍ଷକେର ପୁଅ
ଲାଟିନ ଜାନିତେନ । ତିନି ହୀନକେ କହିଲେନ,
ସବ୍ରି ତୁମି ଆମାଯ କିଛୁ କିଛୁ ଦିତେ ପାର, ଆମି
ତୋମାଯ ଲାଟିନ ଶିଥାଇ । ହୀନେର ପିତାର ଏମନ
ସଙ୍ଗତି ଛିଲ ନା ଯେ, ତିନି ପୁଅର ଲେଖା ପଡ଼ାର
ନିର୍ମିତ ମାସେ ମାସେ କିଛୁ କିଛୁ ଦିତେ ପାରେନ ।
ସୁତରାଂ ହୀନେର ଲାଟିନ ଶିଥାର ସୁଧୋଗ ହିଲ
ନା । ତିନି ସତରୋନାଟି ଦୁଃଖିତ ହିଲେନ ।

ଏହି ସମୟେ, ଏକ ଦିନ, ତାହାର ପିତା
ତାହାକେ, କୋମ ପ୍ରୟୋଜନେ, ଏକ ଆଭ୍ୟାସେର
ନିକଟ ପାଠୀଇଯା ଦେନ । ଲାଟିନ ଶିଥିବାର
ସୁଧୋଗ ହିଲ ନା ବଲିଯା, ହୀନ ସର୍ବଦାଇ
ଦୁଃଖିତ ଘନେ ଓ ମୂଳ ବଦନେ ଥାକେନ । ଏ ଆଭ୍ୟାସ

ব্যক্তি হীনকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি হীনের মুখ মুান দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং তাঁহার মুখে সমুদয় শুনিয়া কহিলেন, তুমি লাটিন পড়িতে আরম্ভ কর; মাসে মাসে শিক্ষককে যাহা দিতে হইবেক, তাহা আমি দিব। এই কথা শুনিয়া, হীনের আর আঙ্গুলাদের সীমা রহিল না।

এই রূপে, ঐ আত্মীয় ব্যক্তির সাহায্য পাইয়া, হীন দুই বৎসর লাটিন শিক্ষা করিলেন। পরে তাঁহার শিক্ষক কহিলেন, আমি যত দূর জ্ঞানিতাম, তোমায় শিখাইয়াছি; আমার আর অধিক বিদ্যা নাই; আমি তোমায় অতঃপর শিখাইতে পারিব না। সুতরাং আপাততঃ হীনের লাটিনপাঠ রহিত হইল।

এই সময়ে, হীনের পিতা তাঁহাকে কোন বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত করিবার নিষিদ্ধ অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু হীনের নিতান্ত মানস, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখেন। তাঁহার পিতার ঘেরপ দুঃখের অবস্থা, তাহাতে তিনি পুন্ত্রের লেখা পড়ার ব্যয় নির্বাহ করিতে

ପାରେନ ନା । ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ତୁମ୍ହାରେ ଆର ଏକ
ଆଜ୍ଞୀୟ ଛିଲେନ । ତିନି, ଲେଖା ପଡ଼ାଯା ହୀନେର
କେମନ ସତ୍ତ୍ଵ ଓ ହୀନ କେମନ ଶିଥିତେ ପାରେନ ଓ
କତ ଦୂର ଶିଥିଯାଛେନ, ହୀନେର ଶିକ୍ଷକେର ନିକଟ
ଏହି ସମୁଦୟ ଅବଗତ ହଇଯା, ଅତିଶ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ହଇଲେନ ; ଏବଂ ମେହି ନଗରେ ଯେ ପ୍ରଧାନ ବିଦ୍ୟା-
ଲୟ ଛିଲ, ହୀନକେ ତଥାଯ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରିଯା
ଦିଲେନ ; କହିଲେନ, ହୀନେର ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଥି-
ବାର ଯେ ବ୍ୟାଯ ହଇବେକ, ମେ ସମୁଦୟ ଆମି ଦିବ ।

ହୀନ, ଏହି ରୂପେ ପ୍ରଧାନ ବିଦ୍ୟାଲୟେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ
ହଇଯା, ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଥିତେ ଲାଗିଲେନ । କିନ୍ତୁ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁବିଧା ସଟିତେ ଲାଗିଲ । ତୁମ୍ହାରେ
ଆଜ୍ଞୀୟ, ସମୁଦୟ ବ୍ୟାଯ ଦିବାର ଅଞ୍ଚିକାର କରି-
ଯାଓ, କୃପଣ ସ୍ଵଭାବ ବଶତଃ ଦିବାର ସମୟେ ବିସ୍ତର
ଗୋଲଯୋଗ କରିତେନ । ହୀନ ପଡ଼ିବାର ପୁଣ୍ୟ
ପାଇତେନ ନା ; ମହାଧ୍ୟାୟୀଦିଗେର ନିକଟ ହିତେ
ପୁଣ୍ୟ ଚାହିଯା ଲାଇଯା, ସ୍ଵହଞ୍ଜେ ଲିଖିଯା ଲାଇ-
ତେନ, ଏବଂ ଏ ଲିଖିତ ପୁଣ୍ୟ ଦେଖିଯା ପାଠ
କରିତେନ । ଏହି ରୂପେ, ଅତି କଷ୍ଟେ, ଏ ହାନେ
ଖାକିଯା, ତିନି କିଛୁ ଦିନ ଲେଖା ପଡ଼ା

করিলেন। পরিশেষে, এই নগরের এক সম্পন্ন
ব্যক্তি তাঁহাকে আপন পুঁজের শিক্ষক নিযুক্ত
করিলেন। তখন, হীনের কিছু কিছু আয়
হইতে লাগিল। তদ্বারা তাঁহার লেখা পড়ার
ব্যয়ের বিস্তর আনুকূল্য হইয়াছিল।

এই রূপে এই বিদ্যালয়ে কিছু দিন
খাকিয়া, হীন দেখিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট
হইতে না পারিলে, মনের মত লেখা পড়া
শিখা হইবেক না। অতএব, তিনি স্থির
করিলেন, লিঙ্গিক নগরে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে
প্রবিষ্ট হইব। আর, তাঁহাদের পূর্বোক্ত
আজীয়ও স্বীকার করিলেন, আমিও কিছু
কিছু আনুকূল্য করিব। তিনি, এই প্রতিশ্রুত
আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া, দুইটিমাত্র
টাকা সম্পদ লইয়া, লিঙ্গিক নগরে গমন করি-
লেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, লেখা
পড়া করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, তাঁহার আজীয়, স্বীকার করিয়াও,
যথাসময়ে না পাঠাইয়া, অনেক বিলম্ব ও
বিস্তর বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, ধৰচ পাঠ-

ଇତେମ ଏବଂ ଥରଚେର ସଙ୍ଗେ, ହୀନକେ ଅଲସ ଓ ଅମନୋଯୋଗୀ ବଲିଯା ଭର୍ତ୍ତମା କରିଯା ପାଠା-
ଇତେମ । ତାହାତେ ହୀନେର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଓ
ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁଖ ହିତ । ତିନି ଯେ ବାଟୀତେ
ବାମା କରିଯାଛିଲେନ, ଏଇ ବାଟୀର ଏକ ଦାସୀ, ଦୟା
କରିଯା, ତାହାର ବିଶ୍ଵର ଆନୁକୂଳ୍ୟ କରିତ । ଏଇ
ଦାସୀର ଆନୁକୂଳ୍ୟ ନା ପାଇଲେ, ତାହାକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
କ୍ଳେଶ ପାଇତେ ହିତ । ବୋଧ ହୟ, ପୁଣ୍ୟକେର
ଅଭାବେ ପାଠ ବନ୍ଧ ହିତ, ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ
ଅନାହାରେ ଥାକିତେ ହିତ ।

ଏଇରୂପ କଷ୍ଟେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତିନି, କ୍ଷଣ
କାଲେର ନିମିତ୍ତ, ଲେଖା ପଡ଼ାଯ ଆଲମ୍ୟ ବା
ଓଦ୍‌ଦାସ୍ତ କରେନ ନାହି । ଏତ ଦୁଃଖେ ପଡ଼ିଯାଏ,
ଯେ ତାହାର ଉତ୍ସାହଭଙ୍ଗ ହୟ ନାହି, ତାହାର
କାରଣ ଏହି ଯେ, ତିନି ଭାବିଯାଛିଲେନ, ଆମି
ସଥେଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ପାଇତେଛି ବଟେ; କିନ୍ତୁ ଲେଖା
ପଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯା ଦିଲେ, ଆମାର କଷ୍ଟ ଦୂର ହିବେକ
ନା; ଲାଭେର ମଧ୍ୟେ ଜମ୍ବେର ମତ ମୁଖ୍ୟ ହିବ;
ମୁଖ୍ୟ ହିଲେ ଚିର କାଳ ଦୁଃଖ ପାଇବ; ଚିର କାଳ
ମରଳ ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟ ବଲିଯା ହୁଣା କରିବେକ ।

অতএব, যত কষ্ট হউক না কেন, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিব। তিনি যত কষ্ট পাইতেন, লেখা পড়ায় তত অধিক যত্ন করিতেন। যত্নের কথা কি বলিব, দুই মাস কাল সপ্তাহে দুই রাত্রি মাত্র নিদ্রা যাইতেন, আর পাঁচ দিবস সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করিতেন।

ক্রমে ক্রমে, তাঁহার কষ্ট এত অধিক হইয়া উঠিল যে, আর সহ্য হয় না। এই সময়ে কোন সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে এক শিক্ষকের অযোজন হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক, হীনের দুঃখ দেখিয়া দয়া করিয়া, তাঁহাকে ঐ কর্ম দিতে চাহিলেন। ঐ কর্ম স্বীকার করিলে, হীনের এক কালে সকল কষ্ট দূর হইত। কিন্তু, ঐ সম্পন্ন ব্যক্তির বাটী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনেক দূর। তাঁহার বাটীতে কর্ম করিতে গেলে, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া যাইতে হয়; তাহা হইলে তাঁহার পড়া শুনার সকল সুবিধা যায়। এজন্য তিনি ঐ কর্ম অস্বীকার করিলেন। তিনি মনে মনে ছির

করিয়া রাখিয়াছিলেন, যত কষ্ট পাই না কেন,
লিঙ্গিক পরিত্যাগ করিয়া যাইব না।

কিছু দিন পরে, ঐ অধ্যাপক লিঙ্গিক
নগরেই ঐরূপ আর এক কর্ম উপস্থিত করি-
লেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়া পড়া শুনা
চলিবেক, অথচ কষ্ট দূর হইবেক, এই বিবে-
চনায় তিনি ঐ কর্ম স্বীকার করিলেন। এই
কর্ম স্বীকার করাতে, আপাততঃ তাঁহার
অনেক কষ্ট দূর হইল। কিন্তু ছাত্রদিগকে
শিক্ষা দেওয়াতে, এবং স্বয়ং অহোরাত্র অধ্য-
য়ন করাতে, অতি উৎকট পরিশ্রম হইতে
লাগিল। এই কারণে, তাঁহার এমন উৎকট
পীড়া জন্মিল যে, ঐ কর্ম পরিত্যাগ করিতে
হইল। ঐ কর্ম করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ যাহা
তাঁহার হস্তে হইয়াছিল, রোগের সময় সমুদয়
নিঃশেষ হইয়া গেল। যখন সুস্থ হইয়া
উঠিলেন, তখন তাঁহার এক কপৰ্দিকও সহ্য
ছিল না। সুতরাং পুনর্বার তিনি পূর্বের
মত কষ্টে পড়িলেন এবং ঝণগ্রাস্তও হইলেন।

ইতিপূর্বে, তিনি লাটিনভাষায় কতক-

গুলি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। ঐ শ্লোক দেখিয়া, ড্রেসডেনের রাজমন্ত্রীরা অশংসা করাতে, তাহার আত্মীয়েরা এই বলিয়া তথায় যাইতে পরামর্শ দিলেন যে, সেখানে গেলে, রাজমন্ত্রীরা সহায়তা করিয়া, তোমার যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন। তদন্তুসারে, তিনি, ঝুঁগ করিয়া পথখরচ লইয়া, ড্রেসডেনে গমন করিলেন। কিন্তু যে আশায় ঝুঁগগ্রান্ত হইলেন এবং কষ্ট করিয়া ড্রেসডেনে গেলেন, তাহা সফল হইল না। রাজমন্ত্রীরা অথবতঃ তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু সে আশ্বাস পরিশেষে কথামাত্র হইল।

অবশেষে, তিনি, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, তত্ত্ব কোন সন্ত্বান্ত ব্যক্তির পুস্তকালয়ে লেখকের কষ্মে নিযুক্ত হইলেন। এই কষ্ম করিয়া যাহা পাইতেন, তাহাতে তাহার আহারের ক্লেশও ঘূঁটিত না। কিন্তু তিনি পরিভ্রান্তে কাতর ছিলেন না, পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতি অন্যান্য কষ্ম করিতে আরস্ত করিলেন। এই সকল করিয়া, তাহার কিছু

କିଛୁ ଲାଭ ହିତେ ଲାଗିଲ ; ତିନି ଏ ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଖଣ ପରିଶୋଧ କରିଲେନ । ପୁନ୍ତକାଳୟେ ଦୁଇ ବ୍ୟସର କର୍ମ କରିଲେ ପର, ତ୍ଥାର ବେତନ ଦିଗ୍ନନ୍ଦ ହିଲ । କିନ୍ତୁ ଏ ଅଦେଶେ, ରାଜୀଯ ରାଜୀଯ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟାତେ, ନାନା ଉପଦ୍ରବ ଉପଚ୍ଛିତ ହିଲ । ଏଜନ୍ୟ ତ୍ଥାକେ, କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା, ପଲାୟନ କରିତେ ହିଲ ।

ଯୁଦ୍ଧ ଉପଚ୍ଛିତ ହୋଇଥାଏ, ଡ୍ରେସଡେନେ ଯେ ସକଳ ଉପଦ୍ରବ ଘଟିଯାଇଲ, ଯୁଦ୍ଧଶୈଖ ହିଲେ ଏ ସକଳ ଉପଦ୍ରବେର ନିବାରଣ ହିଲ । ତଥବ ତିନି ଡ୍ରେସଡେନେ ପ୍ରତିଗମନ କରିଲେନ । ତ୍ଥାର ପଞ୍ଚାହିବାର କିଛୁ ପୂର୍ବେ, ଗଟିଙ୍ଗନେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଲୟେ ଏକ ଅଧ୍ୟାପକେର ପଦ ଶୂନ୍ୟ ହେବ । ତେବେଳେ ରଙ୍ଗିନ ନାମେ ଏକ ଅତି ପ୍ରଧାନ ପଣ୍ଡିତ ଛିଲେନ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଲୟେର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷୀଯେରା ଅଧିକତଃ ତ୍ଥାକେ ମନୋନୀତ କରେନ । କିନ୍ତୁ ତିନି ଅସ୍ଵାକାର କରିଯା ଲିଖିଯା ପାଠାନ, ହୀନ ନାମେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହେନ, ତିନି ଏହି କର୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ; ଆମାର ମତେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ । ରଙ୍ଗିନେର ସହିତ

ইনের আলাপ ছিল না । কিন্তু তিনি তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন ; এই নিষিদ্ধ, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, ঐ কথা লিখিয়া পাঠান ।

রঙ্গিন এইরূপ লিখিয়া পাঠাইবামাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা হীনকে ঐ অধ্যান পদে নিযুক্ত করিলেন । তিনি এত দিন, নানা কষ্ট ভোগ ও উৎকট পরিশ্রম করিয়া, যে বিদ্যা উপাঞ্জন করিয়াছিলেন, একেণ তাঁহার ফললাভ হইল । তিনি ঘেমন পণ্ডিত, তেমনই সৎস্বভাব ছিলেন । তাঁহার ছাত্রেরা, ও যাবতীয় নগরবাসী লোকেরা, তাঁহাকে স্ব স্ব পিতার ন্যায় স্বেচ্ছ ও ভক্তি করিতেন । তিনি পঞ্চাশ বৎসর, অতিশয় সম্মানপূর্বক, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কর্ম করেন । তাঁহার মৃত্যু হইলে, সকল লোকই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন ।

দেখ ! হীন অতি দুঃখীর সন্তান । তাঁহার পিতা, তন্ত্রবায়ের ব্যবসায় করিয়া, কষ্টে জীবিকানির্বাহ করিতেন । কিন্তু হীন, ঘৃত ও

পরিশ্রম করিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন
বলিয়া, বিনা চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যা-
পক হইলেন। যদি তিনি যত্ন ও পরিশ্রম
করিয়া লেখা পড়া না শিখিতেন, তাহা হইলে
কেহ তাহার নামও জানিত না। কিন্তু তিনি,
ষাঠি পর নাই কষ্টে পড়িয়াও, যে বিদ্যা উপা-
জ্ঞন করিয়াছিলেন, কেবল সেই বিদ্যার বলে
চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। যত দিন পৃথিবীতে
লেখা পড়ার চক্ষ থাকিবেক, তত দিন তাহার
নাম দেদীপ্যমান থাকিবেক।

জিরোম টোন

এই ব্যক্তি ক্ষট্টলঙ্ঘ দেশে জন্মগ্রহণ করেন।
ইহার তিনি বৎসর বয়সের সময় পিতৃবিয়োগ
হয়। টোনের পিতা কিছুমাত্র সংস্থান
করিয়া ষাঠিতে পারেন নাই। তাহার জননী
অতি কষ্টে আপনার ও পুত্রের ভরণপোষণ
নির্বাহ করিতেন। তিনি পুনর্কে গ্রামস্থ

বিদ্যালয়ে সামান্যরূপ কিছু লেখা পড়া
শিখাইয়াছিলেন।

যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কিছু কিছু না
আনিতে পারিলে কোন মতেই চলে না ;
সুতরাং ষ্টোনকে, উপাঞ্জনের চেষ্টায়, অল্প
বয়সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল ।
তিনি গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ভৱণ
করিয়া ছুরী, কাঁচী, ছুঁচ, সুতা, কিতা
প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন ।
এই সামান্য ব্যবসায় দ্বারা যে অল্প লাভ
হইতে লাগিল, তদ্বারা জননীর কিছু কিছু
আনুকূল্য করিতে লাগিলেন ।

ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে ষ্টোনের
অতিশয় বাসনা ছিল । জননী কোন ঝুপেই
ভুঁগপোষণ নির্বাহ করিতে পারেন না, কেবল
এই কাঁচণে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, তিনি
বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । যে ব্যবসায়
আরম্ভ করিলেন, তাহার সঙ্গে লেখা পড়ার
কোন সম্পর্ক নাই । এই নিমিত্তে, ঐ ব্যবসায়ের
উপরোগী যে সকল জিনিস পত্র কিনিয়া-

হিলেন, সমুদয় বিক্রয় করিলেন, এবং ব্যবসায় করিবার নিমিত্ত, ঐ মূল্যে কতকগুলি পুস্তক ক্রয় করিলেন। পুস্তকবিক্রয়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিবার তাৎপর্য এই যে, ব্যবসায় হারা যেমন কিছু কিছু লাভ হয়, তাহাও হইবেক, এবং সর্বদা নানাবিধ পুস্তক নিকটে ধাকিলে, ইচ্ছামত পড়াও চলিবেক।

তৎকালে ক্ষট্টলগুরুর স্থানে স্থানে যে মেলা হইত, তথায় জিনিস পত্র লইয়া গেলে, অনায়াসে বিক্রয় হইত। এই নিমিত্ত ষ্টোন, দোকান না খুলিয়া, কিংবা গ্রামে গ্রামে না বেড়াইয়া, কেবল মেলার সময় পুস্তক বিক্রয় করিতে ষাইতেন, অবশিষ্ট সময়ে ক্রমাগত ইচ্ছামত পুস্তক পাঠ করিতেন।

এই রূপে পুস্তকবিক্রয়ব্যবসায় আরম্ভ করাতে, ষ্টোনের লেখা পড়া শিখিবার বিলক্ষণ সুযোগ হইয়া উঠিল। তিনি, লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, এত ঘন্টা ও এত পরিমাণ করিতে লাগিলেন যে, অল্প দিনেই হিক্রি ও গৌক এই দুই ভাষায় বৃৎপন্ন হইয়া

উঠিলেন। তিনি, অন্যের সাহায্য ব্যতি-
রেকেই, এই দুই ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।
পরে তাহার লাটিন শিখিতে অত্যন্ত ইচ্ছা
হইল। তদমুসারে, তিনি লাটিন পড়িতে
আরম্ভ করিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই
এত দূর শিখিলেন যে, লোকে দেখিয়া শুনিয়া
চমৎকৃত হইল।

ডাক্তর টলিডেফনামক এক ব্যক্তি স্কট-
লঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।
এই ব্যক্তি বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিখ্যাত বুদ্ধি-
মান ছিলেন। ইনি, ক্ষেত্রের লেখা পড়া
শিখিবার যত্ন এবং অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতা
দেখিয়া, তাহাকে, ভাল করিয়া লেখা পড়া
শিখাইবার নিমিত্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইলেন
এবং তাহার সমুদয় ধরণ পত্রের বন্দেবস্তু
করিয়া দিলেন।

এই রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া,
ক্ষেত্র, অল্প কালের মধ্যেই, নানা শাস্ত্রে
অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। বিশ্ববিদ্যা-
লয়ের, কি অধ্যাপক, কি ছাত্র, সকলেই

তাহার বুদ্ধির ও বিদ্যার প্রশংসা করিতেন ।
তিনি ছাত্র ছিলেন, ইহাতে অধ্যাপকেরা
বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্লাঘা জ্ঞান করিতেন ; আর
তাহার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন, ইহাতে সহাধ্যা-
যীরা আপনাদিগের গোরব জ্ঞান করিতেন ।

ক্ষোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিনি বৎসর
অধ্যয়ন করিলেন ; এমন সময়ে, এক লাটিন
বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য ছিল ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের অনুরোধে,
ক্ষোন ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন । দুই বৎসর
পরে, তিনি প্রধান শিক্ষকের পদেও নিযুক্ত
হইয়াছিলেন । আক্ষেপের বিষয় এই যে, অতি
অল্প বয়সেই তাহার স্মৃত্যু হইল । স্মৃত্যুকালে
তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল ।

হন্টর

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লেনক্ষার অদেশে
হন্টরের জন্ম হয় । তাহারা ভাই ভগিনীতে

দশটি ছিলেন ; তন্মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ।
 বৃক্ষ বয়সের ও সর্ব শেষের পুত্র বলিয়া, তিনি
 পিতার আদরের ছেলে ছিলেন। তাঁহার
 পিতা, আদর দিয়া, তাঁহাকে এক বারে মন্ত্র
 করিয়াছিলেন। হণ্টর যা খুসী হইত তাই
 করিতেন ; কোন বিষয়ে কাহার উপদেশ
 অথবা বারণ শুনিতেন না। কোনপ্রকার
 শাসনে থাকা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর
 হইয়া উঠিয়াছিল। সর্বদা আপন ইচ্ছা অনু-
 সারে চলিয়া, এমন বিষম দোষ জমিয়া গিয়া-
 ছিলযে, তিনি কোন বিষয়ে অধিক ক্ষণ মনো-
 যোগ করিতে পারিতেন না। সুতরাং বিদ্যা-
 লয়ে অবিষ্ট হইয়া, তথাকার নিয়ম অনুসারে
 চলিয়া, মনোযোগপূর্বক লেখা পড়া শিখা
 তাঁহার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার
 কর্তৃপক্ষীয়েরা অনেক কষ্টে তাঁহাকে অতি
 সামান্য লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। সে
 সময়ে সকলেই লাটিন শিখিত ; তদনুসারে
 তাঁহাকেও লাটিন শিখাইবার জন্যে বিস্তর
 চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কোন মতেই

শিথিলেন না। অনেক বয়স পর্যাপ্ত তিনি ধেলা,
তামাসা ও আমোদ অঙ্গাদে কাটাইলেন,
ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখা, অথবা বিষয়-
কর্মের চেষ্টা দেখা, কিছুই করিলেন না।

হণ্টরের পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন।
ইংলণ্ড দেশের প্রথা এই, জ্যেষ্ঠ পুত্রই
পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হয়। তদন্তুসারে
সর্বজ্যেষ্ঠ সমস্ত পিতৃধন অধিকার করিলেন।
হণ্টর বাপের আদরের ছেলে ছিলেন বটে,
কিন্তু তিনি হৃত্যুকালে তাঁহার জন্মে কোন
বন্দোবস্ত করিয়া যান নাই। স্ফুতরাঙ্গ, কোন
বিষয়কর্ম না করিলে, তাঁহার চলা ভার।
দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি ভাল করিয়া লেখা পড়া
শিখেন নাই; স্ফুতরাঙ্গ যে সকল বিষয়কর্মে
লেখা পড়া জানা আবশ্যক, তাঁহার সেরূপ
বিষয়কর্ম করিবার ক্ষमতা ছিল না। তাঁহার
এক ভগিনীপতি কাঠরার কর্ম করিতেন;
তাঁহার নিকট নিযুক্ত হইয়া, তিনি ঘেজ ও
কেদারা গড়া শিখিতে লাগিলেন। নানা
প্রকারে দারণাস্ত হওয়াতে, তাঁহার ভগিনী-

পতির ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গেল ; সুতরাং হটেরেণও কর্ম গেল । তিনি নিজে গ্রন্থ কর্ম চালান, তাঁহার এমন উপায় ছিল না ; সুতরাং অতঃপর কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না ।

এই সময়ের কিছু পূর্বেই, তাঁহার এক অগ্রজ লওন রাজধানীতে চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন । ইনি শারীরস্থান-বিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিতেন । শরীরের কোন স্থানে কিরূপ আছে, শব কাটিয়া ছাত্র-দিগকে দেখাইয়া দিতে হইত । উপর্যুক্ত স্বয়ং সেই সমস্ত নির্বাহ করিতে পারেন না, এজন্য তাঁহার সহকারী থাকিত । হটের, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে আপন অগ্রজের নিকট পত্র দ্বারা এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, আপনি আমাকে আপন সহ-কারী নিয়ুক্ত করুন ; যদি না করেন, আমি সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইব । তাঁহার ভাতা সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে লওনে আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন ।

ହଟ୍ଟର, ଅଗ୍ରଜେର ପତ୍ର ପାଇୟା, ଅତିଶୟ ଆହ୍ଲାଦିତ ହିଲେନ, ଏବଂ ଅବିଲମ୍ବେ ଲଞ୍ଚମେ ଆସିଯା କର୍ମେ ନିୟୁକ୍ତ ହିଲେନ । ଅଧ୍ୟ ଦିନେଇ, ତିନି ଆପନ କର୍ମେ ଏମନ ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖାଇଲେନ ଯେ, ତୀହାର ଭାତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୃଷ୍ଟ ହଇୟା କହିଲେନ, କାଳକ୍ରମେ ତୁମି ଏ ବିଷୟେ ଅନ୍ତିମ ଲୋକ ହିବେ, ତଥନ ତୋମାର ଚାକରୀର ଆର କୋନ ଭାବନା ଥାକିବେକ ନା । ହଟ୍ଟର, କିଛୁ ଦିନ ପରେଇ, ଶାରୀରକ୍ଷାନବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିତେ ଆରତ୍ତ କରିଯା, ଅତି ତୁରାୟ ଏମନ ବ୍ୟାଧପତ୍ର ହଇୟା ଉଠିଲେନ ଯେ, ଲଞ୍ଚମେ ଆସାର ପର ଏକ ବ୍ସର ମା ଘାଇତେଇ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା ଦିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ହଇୟା ଉଠିଲେନ, ଏବଂ କତକଙ୍ଗଳି ଛାତ୍ରକେ ଶିକ୍ଷା ଦିତେ ଆରତ୍ତ କରିଲେନ ।

ଅନ୍ତର ତିନି, ଅନ୍ପ ଦିନେର ଘର୍ଯ୍ୟେଇ, ଚିକିତ୍ସାବିଦ୍ୟାଯ ବ୍ୟାଧପତ୍ର ହଇୟା, ଚିକିତ୍ସାବ୍ୟବ୍ସାୟ ଆରତ୍ତ କରିଲେନ । ତହ୍ୟତିରିକ୍ତ, ତୀହାକେ ଶିଷ୍ୟଦିଗକେ ଶିକ୍ଷାଦାନପ୍ରଭୃତି ଅନେକ କର୍ମ କରିତେ ହିତ । ଏହି ସମ୍ପଦ କର୍ମ କରିଯା ଅବସର ପାଇଲେଇ, ତିନି ବିଦ୍ୟାର ଅନୁଶୀଳନ କରିତେନ ।

তৎকালে যে সকল ব্যক্তি শারীরস্থানবিদ্যায় বিশারদ ছিলেন, তিনি তাঁহাদের সকলের প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার হারা অন্ত্রিক্ষিক্ষিমা ও শারীরস্থানবিদ্যার যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, আর কাহার হারা সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ, এই সকল বিদ্যার উন্নতির নিমিত্ত, তিনি বিস্তর যত্ন, বিস্তর পরিশ্রম ও বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি মানা কর্মে ব্যাপ্ত হিলেন, সুতরাং দিবাভাগে অবসর পাওয়ার সন্তোষনা ছিল না। অধিক অবসর লাভের নিমিত্ত, তিনি নিজার সময় সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। রাত্রিতে সমুদয়ে চারি ঘণ্টা, ও দিবসে আহারের পর এক ঘণ্টা, এইমাত্র নিজা যাইতেন।

দেখ ! হঞ্জের কেমন আশ্চর্য লোক। বল্য-কালে পিতা মাতার আদরের ছেলে ছিলেন, অত্যন্ত আদর পাইয়া এক বারে মন্ত হইয়া গিয়াছিলেন, কিছুই লেখা পড়া শিখেন নাই। লেখা পড়া জানিতেন না, এজন্য, উদরের অন্তরের নিমিত্ত, অবশেষে ছুতরের কর্ম আরম্ভ

করিয়াছিলেন । যদি তাঁহার ভগিনীপতির
কর্ম, বন্ধ হইয়া না গিয়া, উত্তরোত্তর উভয়
রূপে চলিত, তাহা হইলে তিনি এ ব্যবসায়ে
পরিপক্ষ হইয়াই জন্ম কাটাইতেন । তাঁহার
ভগিনীপতির কর্ম বন্ধ হইয়া যাওয়াতে, তিনি
নিঃসন্দেহ, অনুপায় ভাবিয়া, আপনাকে
হতভাগ্য বোধ করিয়াছিলেন । কিন্তু তাঁহার
ভগিনীপতির কর্ম বন্ধ হওয়া তাঁহার ও
জগতের সৌভাগ্যের হেতু হইয়াছিল । তাঁহার
কর্ম বন্ধ হইল, আর কোন উপায় নাই,
এই ভাবিয়া, হণ্টর আপন ভাতার নিকট
প্রার্থনা করেন । এ সময়ে তাঁহার বয়স
কুড়ি বৎসর । কুড়ি বৎসর বয়সে লেখা পড়া
আরম্ভ করিয়া, তিনি জগত্বিদ্যাত ও চির-
শ্বরণীয় হইয়া গিয়াছেন ।

সিমসন

ইংলণ্ড দেশে লীফ্টেরশায়ার নামে এক প্রদেশ আছে। ঐ প্রদেশের অন্তঃপাতী মার্কেট বসওয়ার্থনামক গামে সিমসনের জন্ম হয়। সিমসনের পিতা তন্ত্রবায়ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি, প্রথমতঃ, সিমসনকে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তিনি বিদ্যার গোরব করিতেন না, এবং বিদ্যা উপর্যুক্ত মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল না। এই নিষিদ্ধ, পুত্রের ষৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিক্ষা হইবামাত্র, তিনি তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইলেন, এবং তন্ত্রবায়ের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

অধিক লেখা পড়া শিখায় কোন লাভ নাই, এই বিবেচনা করিয়া, সিমসনের পিতা তাঁহার লেখা পড়া রহিত করিলেন। কিন্তু সিমসন কিছু দিন বিদ্যালয়ে থাকিয়া, বিদ্যার আনন্দ পাইয়াছিলেন। সুতরাং, ভাল

করিয়া লেখা পড়া শিখিতে তাহার অত্যন্ত অনুরাগ জমিয়াছিল। পিতার ইচ্ছানুসারে, বিদ্যালয় ছাড়িয়া, তন্ত্রবায়ের কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমার ভাগ্য যাহা ঘটুক, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিব। তিনি কর্ম করিয়া অবসর পাইলেই, পড়িতে বসিতেন; কোন নৃতন পুস্তক কোন রূপে পাইলে, ব্যগ্র চিত্তে তাহা পাঠ করিতেন। ফলতঃ, তিনি লেখা পড়ায় এত অনুরূপ হইয়াছিলেন যে, কেবল অবসরকালে পাঠ করিয়া তাহার তৃপ্তি হইত না। কখন কখন, কর্মের সময় কর্ম না করিয়া, তিনি পুস্তক পাঠ করিতেন।

পুত্রের লেখা পড়ায় অনুরাগ দেখিলে, পিতা কত সন্তুষ্ট হন, কত ভাল বাসেন, কত উৎসাহ দেন। কিন্তু সিমসনের পিতা অতি আশ্চর্য লোক ছিলেন। তিনি লেখা পড়ায় পুত্রের এইরূপ অনুরাগ দেখিয়া, অতিশয় বিরক্ত হইলেন। উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, যাহাতে সিমসন লেখা পড়া ছাড়েন, সাধ্যান্ত-

সারে তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তিনি
লেখা পড়া শিখাকে অলসের কর্ম বিবেচনা
করিতেন; সুতরাং লেখা পড়ায় অধিক যত্ন
করাতে, তাহার মতে, সিম্বন অলস ও
অকর্মণ্য হইয়া যাইতেছিলেন। এই নিমিত্ত,
তিনি তাহাকে সর্বদা ভৎসনা করিতেন।
সিম্বন ভৎসনায় ক্ষান্ত না হওয়াতে, অব-
শেষে তাহার পিতা অতিশয় কৃপিত হইয়া
কহিলেন, যদি তুমি ভাল চাও, বই খুলিতে
পাইবে না, সারা দিন তাঁতের কর্ম করিতে
হইবেক।

যে উদ্দেশে সিম্বনের পিতা এই অন্যায়
আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সফল হয়
নাই। সিম্বন লেখা পড়ায় যেরূপ অনুরক্ত
হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এক বারে লেখা
পড়া ছাড়িয়া দিতে পারিবেন কেন। তিনি,
কর্ম করিয়া অবসর পাইলেই, পড়িতে বসি-
তেন; তাহার পিতাও, পড়িতে দেখিলে,
অত্যন্ত ক্রোধ করিতেন ও গালাগালি
দিতেন। ফলতঃ, এই উপলক্ষে পিতা পুঁজে

অত্যন্ত বিরোধ ঘটিয়া উঠিল। অবশেষে, তাঁহার পিতা অতিশয় কুপিত হইয়া কহিলেন, তুমি আমার কথা শুন না, আমি যা বারণ করি তাই কর; তোমায় স্পষ্ট কহিতেছি, যদি তুমি পড়ায় ক্ষাল না হও, আমি তোমায় বাড়ীতে থাকিতে দিব না।

সিমসন, বাটী হইতে বাহির হইয়া ঘাই-
বেন তাহাও স্বীকার, তথাপি লেখা পড়া
ছাড়িবেন না; সুতরাং পিতার আলয় হইতে
বহিকৃত হইলেন, এবং নিকটবর্তী কোন গ্রামে
গিয়া, এক গৃহস্থের বাটীতে বাসা করিলেন।

এই স্থানে তিনি, তাঁতের কর্ম করিয়া,
আপনার অন্ন বন্দু সংগ্ৰহ করিতেন, এবং
কাহার নিকট পুস্তক চাহিয়া পাইলে, তাহাই
পাঠ করিতেন। কিছু দিন এই রূপে থাকেন।

এক দিন, মেই গৃহস্থের বাটীতে এক
গণক উপস্থিত হইল। এই ব্যক্তির সহিত
আলাপ হওয়াতে, সিমসন তাঁহার নিকট
অঙ্কবিদ্যা ও গণনা শিখিতে আরম্ভ করি-
লেন। অল্প দিনেই, গণনাতে এমন নিপুণ

হইয়া উঠিলেন যে, সেই প্রদেশের সকল লোক
তাঁহার নিকট ভাল অন্দ গণ্ডাইতে আসিত।
এই নৃতন ব্যবসায় হারা তাঁহার বিলক্ষণ
লাভ হইতে লাগিল। তখন তিনি, তাঁতবোনা
ছাড়িয়া দিয়া, গণকের ব্যবসায় অবলম্বন
করিলেন। এই সময়ে তিনি বিবাহ করেন।

এই রূপে, গণকের ব্যবসায় অবলম্বন
করাতে, সিমসনের অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ দূর
হইল বটে, কিন্তু বিশিষ্টরূপ বিদ্যা উপা-
জ্ঞনের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল। গণক হইয়া
পঙ্গিসমাজে যাইবার পথ ছিল না।
পঙ্গিতেরা গণকদিগকে প্রতারক বলিয়া জানি-
তেন, সুতরাং, অত্যন্ত হৃণা করিতেন। সিম-
সন অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়া-
ছিলেন, এজন্য, অগত্যা ঐ ব্যবসায় অব-
লম্বন করেন। এক্ষণে তিনি অনঙ্গ করিলেন,
কিছু কিছু লাভ হয় এমন কোন ব্যবসায় অব-
লম্বন করিতে পারিলেই, এ জন্য ব্যবসার
পরিত্যাগ করিব। অবশেষে, এরূপ এক
কাণ্ড উপস্থিত হইল যে, তাঁহাকে এক বারে

গণকের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে ও স্থানত্যাগ করিতে হইল ।

এক দিন, একটি স্ত্রীলোক সিমসনের নিকট কোন বিষয় গণাইতে আসিয়াছিল । ঐ গণনাতে চঙ্গ নামাইবার আবশ্যকতা ছিল । সিমসন এই অভিপ্রায়ে এক ব্যক্তিকে, বিকট বেশ ধারণ করাইয়া, নিকটবর্তী খড়ের গাদার পাশে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, চঙ্গকে আহ্বান করিলেই, ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইবেক । গণনা আরম্ভ হইল ; সিমসন আর আর অনুস্ঠান করিয়া, চঙ্গকে আহ্বান করিবামাত্র, ঐ ব্যক্তি বিকট বেশে উপস্থিত হইল । দেখিতে এমন ভয়ানক হইয়াছিল যে, সেই স্ত্রীলোক অবলোকনমাত্র ভয়ে অভিভূত ও অচেতন হইল । ঐ উপলক্ষে তাহার উৎকট রোগ জন্মিল, এবং বৃদ্ধিভংশ হইয়া গেল । এই ব্যাপার ঘটাতে, সমস্ত লোক সিমসনের উপর এত কুপিত হইল যে, তাঁহাকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হইল ।

এই রূপে, ঐ অদেশ হইতে পলায়ন

করিয়া, সিমসন তথা হইতে পনর ক্রোশ দূর
ডর্বিনগরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন; প্রতিজ্ঞা
করিলেন, আর কখন চও নামাইব না। কিছু
কিছু উপার্জন না হইলে, সৎসার চলে না,
এজন্য পুনরায় তন্তুবায়ুত্তি অবলম্বন করিলেন।
তিনি দিনের বেলায় তাঁতের কর্ম করিতেন,
রাত্রিতে বালকদিগকে শিক্ষা দিতেন। এই
রূপে, দিবারাত্রি শ্রম ও কষ্ট করিয়া, যৎ-
কিঞ্চিং যাহা লাভ হইতে লাগিল, তিনি
তদ্বারা কফে আপনার ও পরিবারের ভরণ
পোষণ নির্বাহ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ,
এই সময়ে তিনি অত্যন্ত কষ্টভোগ করিয়া-
ছিলেন। পূর্বে একাকী মাত্র ছিলেন, এক্ষণে
বিবাহ করিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, তিনি এই সময়ে অন্ন বস্ত্রের
নিমিত্ত যত পরিশ্রম করিতেন, বিদ্যা উপার্জন
বিষয়ে তদধিক পরিশ্রম করিতেন। এই পরি-
শ্রম দ্বারা, অল্প দিনের মধ্যে, তিনি অঙ্ক-
শাস্ত্রে ও পদার্থবিদ্যায় বিলক্ষণ বৃৎপন্ন হইয়া
উঠিলেন; এবং অঙ্কশাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ

রচনা করিলেন। ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন এমন ক্ষমতা নাই; এজনা ডবি' নগরে পরিবার রাখিয়া, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে গমন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম পঁচিশ ছাবিশ বৎসর।

সিমসন, লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া, এক অতি সামান্য বাসা ভাড়া করিলেন; এবং দিননির্বাহের জন্য, দিনে তাঁতের কর্ম ও রাত্রিতে বালকদিগকে অঙ্কবিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। অঙ্কবিদ্যা অতি দুরহ বিদ্যা। কিন্তু শিক্ষাদানবিষয়ে সিমসনের এমন অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তিনি বালকদিগকে অতিসহজে ও সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিতেন। এজন্য, ত্বরায় তাঁহাকে সকলে জানিতে পারিল এবং অনেকে তাঁহার আভীয় হইল। ফলতঃ, অল্প দিনের মধ্যেই, শিক্ষকতাকর্ম দ্বারা তাঁহার একুপ লাভ হইতে লাগিল যে, তথায় আপন পরিবার পর্যন্ত আনিতে পারিলেন। এই সময়েই, তিনি অঙ্কবিদ্যার গ্রন্থ ও মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন।

এই গ্রন্থ প্রচার অবধি, তাঁহার সৌভাগ্যের দশা উপস্থিতি হইল। কিছু দিন পরে, উলউইচের বিদ্যালয়ে গণিতবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর, উত্তরোত্তর তাঁহার খ্যাতি ও সম্পত্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু খ্যাতি ও সম্পত্তি লাভ করিয়াও, তিনি পরিশ্রমে বিমুখ হয়েন নাই; অহোরাত্র অধ্যয়নে ও গ্রন্থরচনাতে নিবিষ্ট থাকিতেন। তিনি অঙ্কবিদ্যা ও পদাৰ্থবিদ্যা বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই রূপে তিনি খ্যাতি, সম্পত্তি ও সম্মান লাভ করিয়া একান্ন বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

আন্তরিক ঘন্ট থাকিলে, ও পরিশ্রম করিলে, অবশ্যই বিদ্যালাভ হয়। দেখ! মিমসনের পিতা তাঁহাকে দিন কয়েক ঘাত্র বিদ্যালয়ে ঝাঁথিয়া ছাড়াইয়া লইলেন; কিন্তু তিনি লেখা পড়া ছাড়িলেন না; তাঁহার পিতা সর্বদা বারণ ও ভৎসনা করিতে লাগিলেন, তিনি তথাপি লেখা পড়া ছাড়িলেন না; অবশ্যে, তাঁহার পিতা কুন্ত হইয়া তাঁহাকে

বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন, তিনি তথাপি লেখা পড়া ছাড়িলেন না ; তৎপরে কত স্থানে কত কষ্ট পাইলেন, তিনি তথাপি লেখা পড়া ছাড়িলেন না । ফলতঃ, লেখা পড়ায়, আন্তরিক ঘন্ট ছিল ও অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি মনের ঘত বিদ্যালাভ করিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেই বিদ্যার বলে বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ, সম্পত্তিলাভ ও সম্মানলাভ করিয়া গিয়াছেন, এবং চিরস্মরণীয় হইয়াছেন ।

উইলিয়ম হটেন

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ডর্বি নগরে হটেনের জন্ম হয় । হটেনের পিতা অতি দুঃখী ছিলেন । তিনি পশ্চম পরিষ্করণকর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন ; স্বতরাং অতি কষ্টে বৃহৎ পরিবারের ভরণ পোষণ নির্বাহ হইত । কষ্টের কথা অধিক কি বলিব, অনেক

দিন এন্দেশ ঘটিত যে, হটনের জননীকে, সমুদয় ছোট ছোট ছেলেগুলির সহিত, সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতে হইত, ছেলেগুলি, শুধায় কাতর ও আহারের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া, জননীকে নিতান্ত বাকুল করিত। সায়ংকালে কিছু আহারের সামগ্ৰী উপস্থিত হইলে, তাহারা শুধার জ্বালায় কাড়াকাড়ি করিয়া জননীর ভাগ পর্যান্ত থাইয়া ফেলিত ; জননী সজল নয়নে হাত তুলিয়া বসিয়া থাকিতেন। স্বতরাং তাহাকে অনেক দিন অনাহারেই থাকিতে হইত।

হটনের পিতা যাহা উপার্জন করিতেন, তাহাতে অতি কষ্টেও তাহার স্ত্রী ও পুত্র কন্যা দিগের ভরণ পোষণ নির্বাহ হইত না। আবার, দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি স্বরাপানে আসন্ত হইয়া উঠিলেন। সর্বদা শুঁড়ির দোকানে পড়িয়া থাকিতেন ; যাহা উপার্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশই স্বরাপানে ব্যয়িত হইত। স্বতরাং তাহার স্ত্রী ও পুত্র কন্যা দিগের আহারের ক্লেশ আরও অধিক হইয়া

উঠিল। হটন কহিয়াছেন, “আমি এক দিন দিবারাত্রি উপবাসী ছিলাম; পর দিন বেলা দুই প্রহরের সময় ময়দা ও জল ফুটাইয়া কিঞ্চিৎ মাত্র আহার করিয়াছিলাম।”

এক্লপ দুরবস্থার ঘেরপ লেখা পড়া হইতে পারে, তাহা অন্যাংসে বোধগম্য হইতেছে। যাহা হউক, হটনের পিতা হটনকে, তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়সের সময়, এক পাঠশালায় পাঠাইয়া দেন। ঐ পাঠশালার শিক্ষক আপন ছাত্রদিগকে লেখা পড়া ষত শিখাইতে পারুন না পারুন, তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ প্রভাব করিতে পারিতেন। হটন কহিয়াছেন, “আমার শিক্ষক লেখা পড়া কিছুই শিখাইতেন না, সর্বদা কেবল চুল ধরিয়া দিয়ালে মাথা টুকিয়া দিতেন।” তিনি, দুই বৎসর, এই পাঠশালায় ছিলেন; পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে সাত বৎসর বয়সের সময়, পাঠশালা ছাড়াইয়া, এক রেশমের বানকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

এই স্থানে হটনের ক্লেশের সীমা ছিল না।

ତିନି କହିଯାଇନ୍, “ଏହି ସମୟେ ଆଖାକେ ଅତିଦିନ ଅତି ଅତ୍ୟାବେ ଉଠିତେ ହଇତ ; ବିଶେଷ କ୍ରାଟି ହୁକ ନା ହୁକ, ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଭୁର ବେତ୍ର- ପ୍ରାହାର ମହ୍ନ୍ତି କରିତେ ହଇତ ; ଆର, ସତ ଛୋଟ ଲୋକେର ଛେଲେର ସହିତ ବାସ କରିତେ ହଇତ । ତାହାରା ଲେଖା ପଡ଼ା କିଛୁଇ ଜାନିତ ନା, ଏବଂ ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଥିତେଓ ତାହାଦେର ଇଚ୍ଛା ଛିଲ ନା । ଏକ ଦିନେର ବେତ୍ରାଘାତେ ପୃଷ୍ଠେର ଏକ ସ୍ଥାନ କ୍ଷତ ହଇଯା ଗିଯାଛିଲ । ପରେ, ଆର ଏକ ଦିନ ପ୍ରାହାରକାଳେ, ବେତ୍ରେର ଅଗ୍ରଭାଗ ଲାଗିଯା, ଏହି କ୍ଷତ ଏମନ ପ୍ରବଳ ହଇଯା ଲାଗିଲେ, ତଦ୍ଦକେ ମକଳେ ଏହି ଆଶଙ୍କା କରିତେ ଲାଗିଲେନ, ଯା ଭାଲ ହେଁଯା କଠିନ ହଇଯା ଉଠିବେକ, ଆର, ହୟତ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସମୁଦୟ ପୌଠ ପଚିଯା ଯାଇବେକ ।”

ହଟନ, ଏହି ରୂପେ ଏହି ସ୍ଥାନେ ସାତ ବର୍ଷର କାଟାଇଲେନ । ପରେ, ତାହାର ଚୌଦ୍ଦ ବର୍ଷର ବୟସେର ସମୟ, ତାହାର ପିତା ତାହାକେ, ତଥା ହିତେ ଆନିଯା, ଆପଣ ଏକ ଭାତାର ନିକଟ ରାଧିଯା ଦିଲେନ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନଟିଂହମ ନଗରେ ଘୋଜା ବୋନା ବ୍ୟବସାୟ କରିଲେନ । ହଟନ,

পিতৃব্যের নিকট থাকিয়া, মোজা বোনা
শিখিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতৃব্য নিতান্ত
মন্দ লোক ছিলেন না ; কিন্তু পিতৃব্যাপত্তি
অতিশয় দুর্বভা। তিনি আপন স্বামীকে,
ও স্বামীর নিকট যাহারা কর্ম করিত, তাহা-
দিগকে, অত্যন্ত আহারের ক্লেশ দিতেন।

এইরূপ ক্লেশ পাইয়াও, হটন পিতৃব্যের
নিকট তিনি বৎসর অবস্থিতি করিলেন। এক
দিবস, তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে কহিলেন,
আজি তোমায় এই কর্ম সমাপন করিতে
হইবেক। সে দিবস, সেই কর্ম সমাপ্ত হইয়া
উঠিল না। এজন্য, তাঁহার পিতৃব্য, তাঁহাকে
অলস ও অমনোযোগী হির করিয়া, প্রথমতঃ,
ষথোচিত তিরস্কার করিলেন ; পরিশেষে,
ক্রোধে অঙ্গ ও নিতান্ত নির্দয় হইয়া,
অতিশয় প্রহার করিলেন। হটনের মনে
অত্যন্ত ঘৃণা ও অপমান বোধ হইল। তখন,
তিনি তথা হইতে পলায়ন করা হির
করিলেন, এবং এক দিন সুবেগ পাইয়া
আপনার কাপড়গুলি ও পিতৃব্যের বাঞ্চ হইতে

একটি টাকা পথখরচ লইয়া, পলায়ন করিলেন।

এই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া, হটন যেরপ কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা শুনিলে, অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হয়। তিনি, কোন আশ্রয় না পাইয়া, প্রথম রাত্রি এক মাঠে শয়ন করিয়া কাটাইলেন, এবং অভাত হইবা-মাত্র, পুনরায় প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কোন্দিকে যান, কি জন্মেই বা যান, যাইয়াই বা কি করিবেন, তাহার কিছুই ঠিকানা ছিল না।

তিনি কহিয়াছেন, “এই রূপে সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া, সায়ৎকালে লিচ্ছিক্ষের নিকট উপস্থিত হইলাম ; নিকটে এক খামার দেখিয়া মনে করিলাম, আজি উহার মধ্যে থাকিয়া রাত্রি কাটাইব। কিন্তু থামারের দ্বার রূদ্ধ করা ছিল, সুতরাং উহার ভিতরে যাইতে পারিলাম না। তখন, পুটলী খুলিয়া কাপড় পরিলাম, এবং অবশিষ্ট কাপড় প্রতৃতি যাহা ছিল, সমুদয় বাঁধিয়া বেড়ার আড়ালে লুকাইয়া রাখিয়া, নগর দেখিতে

গেলাম। দুই ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া
কাপড় ছাড়িলাম। অল্প দূরে আর একটি
খামার ছিল, হয় ত, গ্রি থানে থাকিবার
জায়গা পাইব, এই মনে করিয়া, সেখানে
গিয়া দেখিলাম, সেখানেও থাকিবার উপায়
নাই; সুতরাং ফিরিয়া আসিলাম; ফিরিয়া
আসিয়া দেখিলাম, আমার কাপড়ের পুটলী
নাই। তখন, হতবুদ্ধি হইয়া, বিস্তর খেদ ও
রোদন করিলাম। আমার খেদ ও রোদন
শুনিয়া, কতকগুলি লোক সেই স্থানে উপ-
স্থিত হইলেন। তাঁহারা, দেখিয়া শুনিয়া,
একে একে সকলে চলিয়া গেলেন। আমি
একাকী সেই স্থানে বসিয়া রোদন করিতে
লাগিলাম।

“কোন ব্যক্তি কখন এমন বিপদে পড়ে
না। বিদেশে আসিয়া সর্বস্ব হারাইয়া,
রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে, একাকী মাঠে বসিয়া,
গালে হাত দিয়া, কতই ভাবিতে লাগিলাম।
এক কপৰ্জুক সম্বল নাই, কাহার সহিত
আলাপ নাই, লাভের কোন উপার নাই,

শীত্র লাভের কোন উপায় হইবেক তাহারও
সম্ভাবনা নাই, কালি কি খাইব তাহার সং-
স্থান নাই; কোথায় যাইব, কি করিব,
কাহাকে কহিব, তাহার কোন ঠিকানা নাই।
অনেক ক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাকর্ষণ
হইল। তখন ভূতলে শয়ন করিয়া, রাত্রি-
ধাপন করিলাম।”

পর দিন অভাত হইবামাত্র, হটন পুনরায়
প্রস্থান করিয়া বরমিংহম নগরে উপস্থিত হই-
লেন। এই দিন অন্য কোন আহারসামগ্ৰী
জুটিয়া উঠিল না, কেবল পথের ধারে যে
সকল ক্ষেত্ৰ হিল, তাহা হইতে কিছু ফল
মূল লইয়া, তিনি সে দিনের স্ফুরণনিৰুত্তি
করিলেন। পরিশেষে, নিতান্ত নিরুপায়
দেখিয়া, তিনি এই স্থির করিলেন, পুনরায়
পিতার শরণাপন্ন হই, তিনি যা করেন।
পিতার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে
পুনরায় তাঁহার সেই নির্দয় পিতৃব্যের নিকটে
পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাকে অগত্যা, তথাৱ
গিয়া, ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে হইল। পিতৃব্যও,

ক্ষমা করিয়া, তাঁহাকে পূর্ববৎ কর্ম করিতে দিলেন।

পিতৃব্যের আবাসে আসিয়া থাকিতে থাকিতে, তাঁহার ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে অতিশয় ইচ্ছা হইল। তিনি অবসরকালে ঘন দিয়া লেখা পড়া করিতে লাগিলেন, এবং যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে, অল্প দিনেই, বিলক্ষণ শিখিতে পারিলেন। কিছু দিন পরেই, তিনি শ্লোকচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

মোজা বোনা কর্মে পরিশ্রম বিস্তর, লাভ তাদৃশ নাই, দেখিয়া, তিনি পিতৃব্যের আলয় পরিত্যাগ করিলেন, এবং আপন এক ভগিনীর বাটিতে গিয়া রহিলেন। এই ভগিনী অতিশয় সুশীলা ছিলেন। তিনি ভাতাকে অত্যন্ত স্বেচ্ছ করিলেন, এবং যাহাতে তিনি সম্ভন্দে থাকেন, ও উভর কালে যাহাতে তাঁহার ভাল হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবর্তী ছিলেন।

হটন পুস্তকবিক্রয়ের ব্যবসায় করিবার

নিশ্চিত অত্যন্ত ইচ্ছক হইলেন। নটিংহ্যুন নগরের সাত ক্রোশ দূরে, সোথওএল নামে এক নগর আছে; তথায় তিনি পুস্তকের দোকান খুলিলেন। ইতিপূর্বে, তিনি বই বাঁধা কর্ম শিখিয়াছিলেন; সপ্তাহের মধ্যে, কেবল শনিবার সোথওএলে গিয়া, বই বিক্রয় করিয়া আসিতেন, আর কয়েক দিন বই বাঁধিতেন। তিনি শনিবার অভ্যাসে গাত্রোপান করিতেন, পুস্তকের মোট মাথায় করিয়া, সোথওএলে গিয়া, বেলা দশ ঘণ্টার সময় দোকান খুলিতেন, এবং সমস্ত দিন বিক্রয় করিয়া, রাত্রিতে নটিংহ্যুনে ফিরিয়া আসিতেন।

এই রূপে, হটন কিছু দিন অতি কষ্টে কাটাইলেন; পরে, অনেকগুলি পুরাণ পুস্তক শস্তা পাইয়া, সমুদ্র ক্রয় করিলেন এবং সোথওএলের দোকান এক বারে বন্ধ করিয়া, বরষিংহ্যুন নগরে আসিয়া, এক দোকান খুলিলেন। এই স্থানে কিছু দিন কর্ম করিয়া, খরচ বাদে প্রায় দুইশত টাকা লাভ হইল। এই রূপে কিছু সংস্থান হওয়াতে, তিনি কর্মের বাহ্য

করিলেন । ন্যায়পথে চলিয়া, ও অবিশ্রান্ত
পরিশ্রম করিয়া, চারি পাঁচ বৎসরে, তিনি
বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন এবং বিবাহ
করিলেন ।

ইতিপূর্বে, তিনি নানা কর্মে সবিশেষ
ব্যস্ত থাকিয়াও, যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে,
বিলক্ষণ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন ; এক্ষণে,
নানা কর্মে অতিশয় ব্যস্ত থাকিয়াও, গ্রন্থ-
রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ক্রমে
ক্রমে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া, পণ্ডিতসমাজে
গণ্য ও আদরণীয় হইয়া উঠিলেন ।

এই রূপে হটন, অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াও, আপন যত্নে ও পরিশ্রমে বিদ্যা, খ্যাতি
ও সম্পত্তি লাভ করিয়া, নিরনববই বৎসর
বয়সে দেহত্যাগ করেন ।

দেখ ! এই ব্যক্তি কেমন অনুত্ত মহুষ ;
বিষম দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তথাপি আপন
যত্নে ও পরিশ্রমে কেমন বিদ্যালাভ, কেমন
খ্যাতিলাভ, কেমন সম্পত্তিলাভ করিয়া গিয়া-
ছেন । ফলতঃ, যত্ন ও পরিশ্রম করিলে,

সন্তুষ্ট বিদ্যা, খ্যাতি, সম্পত্তি, সকলই
লাভ করা যাইতে পারে।

ওগিলবি

ওগিলবি বাল্যকালে অতি সামান্যরূপ লেখা
পড়া শিখিয়াছিলেন। তাহার পিতা খণ্ডগ্রন্থ
ছিলেন; খণ্ডপরিশোধ করিতে না পারাতে,
উভয়র্গ, বিচারালয়ে অভিযোগ করিয়া, তাহাকে
কারাকান্দ করেন। সুতরাং, নিজে কিছু কিছু
উপার্জন করিতে না পারিলে, ওগিলবির
চলা ভার। কিন্তু তিনি তাদৃশ লেখা পড়া
জানিতেন না; উপায়ান্তর দেখিতে না
পাইয়া, অবশ্যেই নর্তকের ব্যবসায় অবলম্বন
করিলেন। এই ব্যবসায়ে তাহার বিলক্ষণ
বৈপুণ্য জম্পিল। কিছু টাকা হস্তে হইবামাত্র,
তিনি সর্বাগ্রে পিতাকে কারাগার হইতে মুক্ত
করিলেন।

কিছু দিন পরে, কোন কারণ উপস্থিত

হওয়াতে, তাঁহাকে নর্তকের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হইল। স্বতরাং, তিনি পুনরায় দুঃখে পড়িলেন। দুঃখে পড়িয়া, কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া, তিনি পুনরায় ডবলিন মগরে একটি সামান্য নাট্যশালা স্থাপন করিলেন। এই নাট্যশালা দ্বারা তাঁহার কিছু কিছু লাভের উপকৰণ হইল। কিন্তু সেই সময়ে রাজবিদ্রোহ উপলক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহার লাভের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। নাট্যশালার সমুদয় দ্রব্যসামগ্ৰী লুণ্ঠিত হইল, এবং তাঁহার নিজেৱ প্রাণসংশয় পর্যন্ত ঘটিয়া উঠিল।

এই রূপে, ষৎপরোন্মাণি দুঃখে পড়িয়া ও বিপদ্ধান্ত হইয়া, ওগিলবি লঙ্ঘনে অত্যাগমন করিলেন। তথায় তিনি কেন্দ্ৰীজ বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন ব্যক্তিৰ বিশিষ্টকূপ সাহায্য পাইয়া, লাটিন শিখিতে আৱস্থা করিলেন। এই সময়ে, তাঁহার বয়স চলিশ বৎসৱেৱ অধিক। ইহার পূৰ্বে তাঁহার ভাল কৰিয়া লেখা পড়া শিখা হয় নাই। তিনি, এত বয়সে

শিখিতে আরম্ভ করিয়াও, অল্প দিনেই, লাটিন ভাষায় বিলক্ষণ বুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন, এবং বজ্জিলনামক সুপ্রসিদ্ধ লাটিন কবির রচিত কাব্যের ইঙ্গরেজী ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করিলেন। এই গ্রন্থ, মুদ্রিত হইয়া, সর্বত্র আদরপূর্বক পরিগৃহীত হইল; এবং গ্রন্থকর্তার বিলক্ষণ লাভ হইল। তদর্শনে তাঁহার অতিশয় উৎসাহবৃদ্ধি হইল।

গ্রীক ভাষায় হোমরনামক মহাকবির রচিত ঈলিয়ড ও অডিসি নামক দুই অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য আছে। ইঙ্গরেজী ভাষায় পদ্যে এ দুই কাব্যের অনুবাদ করিবার নিমিত্ত, ওগিলবির অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। এ পর্যন্ত তিনি গ্রীক ভাষার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না। এক্ষণে তাঁহার বয়স চুয়ান্ন বৎসর; তথাপি তিনি গ্রীক পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং কিছু দিনের মধ্যেই, গ্রীক ভাষায় বিলক্ষণ বুৎপন্ন হইয়া, এই দুই কাব্যের অনুবাদ করিয়া, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। এই দুই গ্রন্থও আদর-পূর্বক পণ্ডিতসমাজে পরিগৃহীত হইল।

ইতিমধ্যে, ওগিলবি পুনরায় ডবলিন্ নগরে
গিয়া, এক স্থূল নাট্যশালা স্থাপন করিয়া-
ছিলেন ; এবং তদ্বারা বিলঙ্ঘণ লাভ হইয়া-
ছিল। বস্তুতঃ, এই সময়ে তিনি সম্যক্ত
সুখে ও সচ্ছন্দে ছিলেন ; অর্থের অভাবজন্য
কোন ক্লেশ ছিল না। অবশ্যে, ডবলিন্
নগরে ভূমি আদি যে কিছু সম্পত্তি ছিল,
সমুদ্র বিচ্রয় করিয়া, তিনি পুনরায় লওনে
আসিয়া বাস করিলেন। তাহার বাস করিবার
অব্যবহিত পরেই, লওনে বিষম অগ্নিদাহ
হইল, তাহাতে তাহার সর্বস্ব দক্ষ হইয়া
গেল। অগ্নিদাহে সর্বস্বান্ত হওয়াতে, তিনি
পুনর্বার পুর্বের ন্যায় বিষম দুঃখে পড়িলেন।

এই রূপে, তিনি বিষম দুঃখে পড়িলেন
বটে, কিন্তু তাহাতে হতবুদ্ধি বা ভগ্নোৎ-
সাহ হইলেন না ; বরং উৎসাহ ও পরিঞ্চম
সহকারে স্থূল স্থূল গ্রন্থের অনুবাদ প্রভৃতি
কর্ম করিয়া ত্বরায় শুচাইয়া উঠিলেন ; যৎ-
কিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়া, পুনরায় বসতিবাটী
নির্মাণ করাইলেন ; এবং একটি ছাপাখানা

স্থাপন করিলেন । ছাপাখানা দ্বারা তিনি
পুনরায় সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন । ছিয়াভর
বৎসর বয়সে ওগিলবির মৃত্যু হয় ।

দেখ ! ওগিলবি কেমন লোক । তিনি
কত বার কত বিপদে ও কত দুঃখে পড়ি-
লেন ; কিন্তু উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে,
প্রতিবারেই গুছাইয়া উঠিলেন । উৎসাহ ও
পরিশ্রমের গুণে, চলিশ বৎসরের অধিক বয়সে
লাটিন পড়িতে আরম্ভ করিয়া, তাহাতে বৃং-
পন্ন হইলেন ; উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে,
চূয়ান্ন বৎসর বয়সে গ্রীক পড়িতে আরম্ভ
করিয়া, তাহাতেও বৃংপন্ন হইলেন ; অগ্নি-
দাহে সর্বস্বাস্ত্ব হইয়া গেল ; কিন্তু উৎসাহ ও
পরিশ্রমের গুণে, পুনরায় গৃহাদিনির্মাণ ও
সংস্থান করিয়া, শেষ দশা স্বুখে ও সচ্ছন্দে
স্থাপন করিলেন । ফলতঃ, কেবল উৎসাহ
ও পরিশ্রমের গুণে, তিনি বৃদ্ধ বয়সে লেখা
পড়া শিখিয়াছিলেন, এবং স্বুখে ও সচ্ছন্দে
কালক্ষেপণ করিতে পারিয়াছিলেন । যদি
তিনি উৎসাহহীন ও পরিশ্রমকাতর হইতেন,

তাহা হইলে, অধিক বয়সে লেখা পড়াও হইত
না, এবং দুঃখেরও সীমা থাকিত না।

অতএব, উৎসাহ ও পরিশ্রম বিদ্যা ও
সম্পত্তির মূল, তাহার সন্দেহ নাই।

লীডন

কচ্ছলগ্নের দক্ষিণাংশে, রক্ষসবরশায়র প্রদেশে
ডেন্হলমনামক এক গ্রাম আছে। তথায়
লীডনের জম্বু হয়। লীডন অতি দুঃখীর
সন্তান। তাহার পিতা জন খাটিয়া প্রতিদিন
বাহা পাইতেন, তাহাতেই অতিকষ্টে সংসার
নির্বাহ করিতেন।

লীডনের জম্বুর এক বৎসর পরে, তাহার
পিতা সপরিবারে, শুশুরালয়ে গিয়া, বাস
করেন। তথায় তিনি ঘোল বৎসর থাকেন।
এই ঘোল বৎসরের কিছু কাল মেষরক্তের
কর্ম করেন, আর কিছু কাল শুশুরের ক্ষেত্ৰ-
সংক্রান্ত সমুদয় কর্ম করেন। তাহার শুশুর

ଅନ୍ଧ ହଇୟାଛିଲେନ ; ସୁତରାଂ, ତିନି ନିଜେ କ୍ଷେତ୍ରେର କୋନ କର୍ମ କରିତେ ପାରିତେନ ନା ।

ଏହି ସ୍ଥାନେ, ଲୌଡନ ତ୍ାହାର ମାତାମହୀର ନିକଟେ ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଖିତେ ଆରମ୍ଭ କରିଲେନ । କିଛୁ ଶିଖିଯାଇ, ଭାଲ କରିଯା ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଖିବାର ନିମିତ୍ତ, ତ୍ାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ତ୍ଵ ହଇଲ । ଅଞ୍ଚ ଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ତିନି ଅନେକ ଶିଖିଯା ଫେଲିଲେନ । କୋନ ବିଦ୍ୟାଲୟେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହିତେ ନା ପାରିଲେ, ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଖା ହ୍ୟ ନା ; କିନ୍ତୁ ପିତା ମାତାର ଅସଙ୍ଗତି ପ୍ରୟୁକ୍ତ, କିଛୁ କାଳ ତ୍ାହାର ମେ ସୁଯୋଗ ଘଟିଯା ଉଠିଲ ନା । ପରେ, ଦଶ ବର୍ଷର ବୟସେର ସମୟ, ତିନି ଏକ ବିଦ୍ୟାଲୟେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହିଲେନ ।

କିଛୁ ଦିନ ପରେଇ, ଏ ପାଠଶାଳାର ଶିକ୍ଷକେର ହୃଦ୍ୟ ହଇଲ । ସୁତରାଂ, ଲୌଡନେର ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଖିବାର ଯେ ସୁଯୋଗ ଘଟିଯାଇଲ, ତାହା ଗେଲ । କିନ୍ତୁ ଭାଲ କରିଯା ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଖିବାର ନିମିତ୍ତ, ତ୍ାହାର ଆନ୍ତରିକ ସତ୍ତ୍ଵ ଓ ଅନୁରାଗ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭାବ ହିଲିଲ । ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଗେଲ ବଲିଯା, ତିନି ଏକ ବାରେ ଲେଖା ପଡ଼ା ପରିତ୍ୟାଗ କରି-

লেন না; অন্যের সাহায্য না পাইয়াও, স্বয়ং
আগপণ ষত্রু করিয়া, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে
লাগিলেন। ডেন্হলম গ্রামে উক্ষন নামে এক
পাদরি ছিলেন। তিনি কিছু দিন লীডনকে
লাটিন শিখাইলেন; আর, লীডন স্বয়ং পরি-
শ্রম করিয়া, বিনা সাহায্যে, গ্রীক শিক্ষা করি-
লেন।

ফটলঙ্গের ক্ষবিজীবীরা যে বালককে বুদ্ধি-
মান্য ও লেখা পড়ায় ষত্রুবান্দ দেখে, তাহাকে
পাদরি করিবার নিমিত্ত ষত্রু পায়। তাহার
কারণ এই যে, অন্যান্য কর্ম অপেক্ষা পাদরির
কর্ম অনায়াসে হইতে পারে। লীডনের পিতা,
তাহার লেখা পড়ায় ষত্রু ও শিখিবার ক্ষমতা
দেখিয়া, মনে মনে বাসনা করিয়াছিলেন,
তাহাকে পাদরি করিবেন। তদন্তসারে তিনি,
ঐ কর্মের উপরোগী লেখা পড়া শিখাইবার
নিমিত্ত, পুত্রকে এডিন্বরার কালেজে প্রবিষ্ট
করিয়া দিলেন।

এ পর্যন্ত, লীডন ভাল করিয়া লেখা পড়া
শিখিবার সুযোগ পান নাই; এক্ষণে কালেজে

প্রবিষ্ট হইয়া, প্রাণপথে পরিশ্রম করিয়া, অনের সাথে লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন। তিনি, কিছু কাল কালেজে থাকিয়া, অন্তুত পরিশ্রম সহকারে লাটিন, গ্রীক, ফরাসি, জর্মন, স্পানিশ, ইটালীয়, প্রাচীন আইসলণ্ডিক, হিন্দু, আরবি, পারসী, এই দশ ভাষা, এবং ধর্মবৌতি ও গণিতবিদ্যা উভয় রূপে শিখিলেন, এবং পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা। অভূতি আর কয়েক বিদ্যাও একপ্রকার শিক্ষা করিলেন। যাহারা উভয় কালে পাদ়ি হইবার নিমিত্ত বিদ্যা শিখিত, অধ্যাপকেরা তাহাদের নিকট কিছু না লইয়া, লেখা পড়া শিখাইতেন, এই নিমিত্ত, লীডন এত শিখিতে পারিয়াছিলেন।

এই রূপে, পাঁচ ছয় বৎসর কালেজে থাকিয়া, লীডন বিলক্ষণ বিদ্যা উপার্জন করিলেন। কিন্তু, তাঁহাকে অর্থের অসঙ্গতিনিবন্ধন বিস্তর ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তিনি যে সকল পুস্তক পাঠ করিতেন, তাহার অধিকাংশই অন্যের নিকট হইতে চাহিয়া আনিতেন।

ସେ ସକଳ ପୁଣ୍ୟକ ଚାହିୟା ପାଞ୍ଚର ସାଇତ ନା,
ତାହା କିମିତେ ହଇତ ; କିନ୍ତୁ, କିମିବାର ସଜ୍ଜତି
ଛିଲ ନା । ସାହା କିଛୁ ତୀହାର ହଣ୍ଡେ ଆସିତ,
ଆହାରାଦିର କ୍ଲେଶ ସ୍ଵିକାର କରିଯାଉ, ତିନି
ତାହାର ଅଧିକାଂଶ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟକ କ୍ରୟ କରିତେନ ।
ଲୌଡନେର ଦୁଃଖ ଦେଖିଯା, କାଲେଜେର ଏକ
ଅଧ୍ୟାପକ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଯା, ତୀହାକେ ଏକ ପଡ଼ାନ
କର୍ମ ଜୁଟାଇଯା ଦେନ । ତାହାତେ ଲୌଡନେର ବିଷ୍ଟର
ଆନୁକୂଳ୍ୟ ହୟ । ବାଲକଦିଗଙ୍କେ ଶିକ୍ଷା ଦିଯା,
ସେ ସମୟ ଥାକିତ, ମେ ସମୟେ ତିନି ଅନନ୍ୟମନା ଓ
ଅନନ୍ୟକର୍ମୀ ହଇଯା, ସ୍ଵୟଂଲେଖା ପଡ଼ା କରିତେନ ।

ଲୌଡନ ଅସାଧାରଣ ଘତ୍ରେ ଓ ଅସାଧାରଣ
ପରିଶ୍ରମେ ସେ ଅସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟା ଉପାର୍ଜିତ କରି-
ଯାଇଲେନ, ତଦ୍ଵାରା ତିନି ବିଦ୍ୟାତ ହଇଯା
ଉଠିଲେନ । ତୀହାର ପରିଶ୍ରମେର ଓ ବିଦ୍ୟାଲାଭେର
କଥା ସେ ଶୁଣିତ, ମେହି ଚମଞ୍ଜକ୍ରତ ହିତ ଓ
ଅଶଂସା କରିତ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ, ମେହି ପ୍ରଦେଶେର
ଅନେକ ବିଦ୍ୟାନ୍ତରୀଣୀ ମାତ୍ରାନ୍ତରୀଣୀ ସଞ୍ଚାରକେର
ସହିତ ତୀହାର ଆଲାପ ହଇଲ । ତୀହାର
ସକଳେଇ ସ୍ଵେଚ୍ଛା ଓ ସମାଦର କରିତେବ,

ଏବଂ ସାହାତେ ତାହାର ଭାଲ ହୟ, ମେ ବିଷୟେ
ସତ୍ତ୍ଵବାନ୍ ଛିଲେନ ।

କିଛୁ ଦିନ ପରେ, ତିନି ପାଦରିର କର୍ମେ
ନିଯୁକ୍ତ ହିଲେନ; କିନ୍ତୁ ମେ କର୍ମ, ତାହାର ମନୋ-
ନୀତ ନା ହଣ୍ଡାତେ, ଅଣ୍ପ ଦିନେର ଘର୍ଥେଇ,
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଲେନ; ଏବଂ ମନେ ମନେ ହିର
କରିଲେନ, କାବ୍ୟରଚନା କରିବ, ଏବଂ ତାହା ବିକ୍ରଯି
ବରିଯା ସାହା ଲାଭ ହଇବେକ, ତାହାତେଇ ଜୀବିକା
ନିର୍ବାହ କରିବ । କିନ୍ତୁ, ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଯେ
ଲାଭେର ସମ୍ଭାବନା ଛିଲ, ତାହାତେ ଚଳା ଭାର ।
ଏଜମ୍ୟ, ତାହାର ଆଞ୍ଚ୍ଚିତ୍ରେ ତାହାକେ କୋନ
ଲାଭକର ବିଷୟକର୍ମେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା
ଦେଖିତେ ଲାଗିଲେନ । ତାହାରା, ବୋଡ୍ ଅବ
କର୍ଟ୍ରୋଲେର ଏକ ସେସରେର ନିକଟ ଲୀଡ଼ନେର
ବିଦ୍ୟା, ବୁନ୍ଦି ଓ ସ୍ଵଭାବେର ପରିଚୟ ଦିଯା,
ତାହାକେ ଭାରତବର୍ଷେ କୋନ କର୍ମେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଯା
ପାଠାଇତେ ଅନୁରୋଧ କରିଲେନ ।

ଏଇ ମଗ୍ଯେ, ଭାରତବର୍ଷେ ଡାକ୍ତରି ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ
କର୍ମେର ସୁବିଧା ଛିଲ ନା । କିନ୍ତୁ, ଚିକିତ୍ସା-
ବିଦ୍ୟାଯ ପରୀକ୍ଷା ଦିଯା, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହଇଯା, ଅଶଂସା-

ପତ୍ର ନା ପାଇଲେ, କେହ ଡାକ୍ତରିକର୍ମ ପାଇତେ
ପାରେ ନା । ଇତିପୁର୍ବେ ଲୌଡନ କାଲେଜେ
ଚିକିତ୍ସାବିଦ୍ୟା ଓ କିଛୁ ଶିଖିଯାଇଲେନ ; ଏକଣେ
ତିନି, ଅନନ୍ୟମନା ଓ ଅନନ୍ୟକର୍ମା ହଇଯା, ଉତ୍କ
ବିଦ୍ୟା ଶିଖିତେ ଆରତ୍ତ କରିଲେନ ; ଏବଂ
ଅନ୍ତୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଯା, ଅନ୍ପ ଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ,
ତ୍ରୈ ବିଦ୍ୟାଯ ସୁଶିଳ୍ପିତ ଓ ପରୀକ୍ଷାୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ
ହଇଲେନ । ତିନି ପରୀକ୍ଷାୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହଇଯା,
ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ପାଇବାମାତ୍ର, ଡାକ୍ତରିକର୍ମେ ନିୟୁକ୍ତ
ହଇଯା, ଭାରତବର୍ଷେ ଆସିଲେନ ।

ଲୌଡନ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜେ ଉପଚିତ ହଇଯା, କର୍ମ
କରିତେ ଆରତ୍ତ କରିଲେନ । କିନ୍ତୁ, ସେଥାମକାର
ଜଳ ବାୟୁ ତୀହାର ପକ୍ଷେ ଅସହ୍ୟ ହଇଯା ଉଠିଲ ।
ତିନି ଅବିଲମ୍ବେ ନାନା ରୋଗେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଇଲେନ ;
ଏଜମ୍ୟ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା, ତୀହାକେ
କିଛୁ ଦିନ ମାଲାକା ଉପଦ୍ଵୀପେ ଥାକିତେ ହଇଲ ।
ତିନି ଏହି ସ୍ଥାନେ ଥାକିଯା, ସ୍ଵାହ୍ୟଲାଭ କରିଯା,
କଲିକାତାର ଉପଚିତ ହଇଲେନ । ତୃକାଲୀନ
ଗବର୍ନର ଜେମେରଲ ଲାର୍ଡ ମିର୍ଟୋ, ତୀହାର ଗୁଣେର
ପରିଚଯ ପାଇଯା, ଆହାଦିତ ହଇଯା, ତୀହାକେ

ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। কিছু দিন পরেই, তিনি চরিশ পরগনার জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

এই পদে অধিক বেতন ছিল। অধিক টাকা পাইলে, অনেকে বাবুগিরি করিয়া থাকেন। কিন্তু লীডন সেপ্রকার লোক ছিলেন না। তিনি বাবুগিরিতে এক পয়সাও ব্যয় করিতেন না; ন্যাধ্য খরচ করিয়া, বেতনের যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহার অধিকাংশই এতদেশীয় ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষা এবং এত-দেশীয় পুস্তক সংগ্ৰহ বিষয়ে ব্যয় করিতেন। তিনি এতদেশীয় ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত বত্ত্বান্ত হইয়াছিলেন। যত্নের কথা অধিক কি বলিব, তিনি এক মুহূর্তও বৃথা নষ্ট না করিয়া, ঐ বিষয়েই নিবিষ্ট থাকিতেন। এই সময়ে, তিনি এক আত্মীয়কে এই ঘর্ষে পত্র লিখিয়াছিলেন, যদি আমি সর উইলিয়ম জোন্স অপেক্ষা শতগুণ অধিক না শিখিয়া মরি, তাহা হইলে, যেন আমার জন্যে কেহ অক্ষণ্পাত না করে।

কিছু দিন পরেই, গবর্ণর জেনেরেল, সৈন্য লইয়া, জাবাহীপ জয় করিতে গেলেন। লীডন সেই দেশের ভাষা, বিদ্যা ও রৌতি নীতি অবগত হইবার মানসে. ঐ সঙ্গে গমন করিলেন। সেখানকার জল বায়ু অত্যন্ত মন্দ। কয়েক দিন পরেই, তাঁহার কম্পজুর হইল। তিনি শয্যাগত হইলেন, এবং তিনি দিনের জুরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সময়ে, তাঁহার ছত্রিশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

লীডন অতি দুঃখীর সন্তান। পিতা মাতার এমন সঙ্গতি ছিল না, তাঁহাকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখান। কিন্তু তিনি কত ভাষা ও কত বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। অনুধাবন করিয়া দেখ, কেবল অসাধারণ যত্ন ও অসাধারণ পরিশ্রম লীডনের এই সমস্ত ভাষা ও এই সমস্ত বিদ্যা শিক্ষার মূল।

জেঙ্কন্দ

কাফরিজাতি অতি নির্বোধ, কিছুই লেখা পড়া
জানে না । অনেকে মনে করেন, এই জাতির
বুদ্ধি এত অল্প যে, এতজ্জাতীয় কেহ কখন
লেখা পড়া শিখিতে পারিবেক না । কিন্তু,
এক্ষণে যেহুত্তান্ত লিখিত হইতেছে, তাহা পাঠ
করিলে, এই ভয় দূর হইতে পারিবেক ।

এক কাফরিরাজের রাজ্যে ইঙ্গরেজেরা
বাণিজ্য করিতে যাইতেন । ইয়ুরোপীয়
লোকেরা, লেখা পড়া জানেন বলিয়া, কাফরি-
জাতি অপেক্ষা সকল অংশে উৎকৃষ্ট, ইহা
দেখিয়া, কাফরিরাজ আপন পুত্রকে লেখা
পড়া শিখাইবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হই-
লেন, এবং ক্ষট্টলগুমিবাসী স্বানন্দমন্মামক এক
জাহাজী কাণ্ডেনের নিকট প্রস্তাব করিলেন, যদি
আপনি আমার পুত্রকে, স্বদেশে লইয়া গিয়া
সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়া দেন, তাহা হইলে,
আমি আপনকার সবিশেষ পুরস্কার করিব ।
স্বানন্দমন্মামক রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ।

ତିନି, କାଫରିରାଜେର ପୁଅକେ ସ୍ଵଦେଶେ
ଲଈଯା ଗିଯା, ତାହାର ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଥିବାର
ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଦେଖିତେହେନ, ଏମନ
ସମୟେ ହଠାତ୍ ତାହାର ହୃଦୟ ହଇଲ । କାଫରି-
ରାଜେର ପୁଅ ବିଷ ବିପଦେ ପଡ଼ିଲେନ । ଯାହାର
ସଙ୍ଗେ ଗିଯାଛିଲେନ, ତାହାର ହୃଦୟ ହଇଲ; ଏଥମ
ତାହାକେ ଥାଓୟାଯ ପରାୟ, ଅଥବା ଲେଖା ପଡ଼ା
ଶିଥାୟ, ଏମନ ଆର କେହ ନାହିଁ; ତିନି କୋଥାଯା
ଯାଇବେନ, କି କରିବେନ, କିଛୁଇ ଭାବିଯା ହିଲ
କରିତେ ପାରେନ ନା ।

ଏକ ପାଞ୍ଚନିବାସେ ସ୍ଵାନଷ୍ଟନେର ହୃଦୟ ହୁଯ ।
କାଫରିରାଜେର ପୁଅ ସେଇ ସ୍ଥାନେଇ କିଛୁ ଦିନ
ଥାକିଲେନ । ସେଇ ପାଞ୍ଚନିବାସେର କର୍ତ୍ତା, ଏକ
ବିବି, ତାହାକେ ନିତାନ୍ତ ନିରାକ୍ରମ ଦେଖିଯା, ଦୟା
କରିଯା, କରେକ ଦିନ ଆହାର ଦିଯାଛିଲେନ ।

କିଛୁ ଦିନ ପରେ, ସ୍ଵାନଷ୍ଟନେର ନିକଟକୁଟୁମ୍ବ
ଏକ କୁଷକ, ସେଇ ପାଞ୍ଚନିବାସେ ଆସିଯା,
କାଫରିରାଜେର ପୁଅକେ ଆପନ ଆଲୟେ ଲଈଯା
ଗେଲେନ । ଏଇ ସ୍ଥାନେ ତିନି ପ୍ରଥମତଃ କିଛୁ
କାଳ ରାଥାଲେର କର୍ମ କରିଲେନ ।

রাজ্য নিজ পুত্রের কি নাম রাখিয়াছিলেন,
তাহা পরিজ্ঞাত নহে। স্বানষ্টন তাহার নাম
জেঙ্কিঙ রাখিয়াছিলেন ; তদনুসারে, কাফরি-
রাজের পুত্র জেঙ্কিঙ নামেই প্রসিদ্ধ হই-
যাহেন। জেঙ্কিঙ দৃঢ়কায় হইলে পর,
লেডলানামক এক ব্যক্তি, তাহার অতি সদয়
হইয়া, তাহাকে আপন বাটিতে লইয়া রাখি-
লেন। এই স্থানে তিনি সকল কর্মই
করিতে লাগিলেন ; কখন রাখালের কর্ম করি-
তেন, কখন কুষকের কর্ম করিতেন, কখন
সইসের কর্ম করিতেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী
ছিলেন বলিয়া, তাহার বিশেষ কর্ম এই
নির্দিষ্ট ছিল, সর্বপ্রকার সংবাদ লইয়া,
হাউইকনামক স্থানে যাইতে হইত।

এই সময়েই, বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তাহার
প্রথম অনুরাগ জম্বে। তাহার বিলক্ষণ স্মরণ
ছিল, পিতা তাহাকে বিদ্যাশিক্ষা করিবার
মিমিত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু, বিদেশে
আসিয়া, বিষম দুরবস্থায় পড়িয়া, তাহাকে
বিদ্যাশিক্ষার আশা এক বারেই অরিত্যাগ

করিতে হইয়াছিল । তথাপি, তিনি মনো-
মধ্যে ছির করিয়া রাখিয়াছিলেন, যদি কখন
সুযোগ পাই ; ষত দূর পারি, পিতার মানস
পূর্ণ করিব । এক্ষণে, লেডলার পুত্রদিগকে
লেখা পড়া করিতে দেখিয়া, তাঁহারও লেখা
পড়া শিখিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইল । তিনি
সুযোগক্রমে ঐ বালকদিগের নিকট, উপদেশ
লইতে আরম্ভ করিলেন । কিন্তু, দিনের
বেলায়, তাঁহার কিছুমাত্র অবসর ছিল না ;
এ নিমিত্ত, নিয়মিত কর্ম সমাপন করিয়া,
যখন শয়ন করিতে ষাইতেন, সেই সময়ে
অধিক রাত্রি পর্যন্ত, পাঠ অভ্যাস করিতেন,
এবং লিখিতে শিখিতেন ।

এই রূপে, বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তাঁহার অনু-
রাগ প্রকাশ হইলে, লেডলা তাঁহাকে এক
বৈকালিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে দিলেন ।
জেঙ্কিঙ্গ, সমস্ত দিন কর্ম করিয়া, বিকালে
ঐ বিদ্যালয়ে পড়িতে ষাইতেন । তিনি,
অল্প দিনের মধ্যেই, এমন লেখা পড়া
শিখিলেন যে, সকল লোক দেখিয়া শুনিয়া,

চমৎকৃত হইল । এই সময়ে, এক সমবয়স্ক
বালকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা জয়ে । এই
বালক বন্ধু তাঁহার লেখা পড়া শিখিবার বিষয়ে
বিস্তর আনুকূল্য করিয়াছিলেন ।

কিছু দিন পরে, জেঙ্কিঙ ঘনক্রিফনামক
এক ব্যক্তির নিকট পরিচিত হইলেন । এই
ব্যক্তি অতিশয় দয়ালু ও অতি সৎস্মভাব
ছিলেন । ইনি, পরিচয়দিবস অবধি, জেঙ্কি-
ঙ্ককে ষথেক্ট স্নেহ এবং তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা-
বিষয়ে বিস্তর আনুকূল্য করিতেন । এই রূপে,
পূর্বোক্ত বালক বন্ধুর ও এই দয়ালু ব্যক্তির
সাহায্য পাইয়া, এবং ষৎপরোন্মাণি পরিশ্রম
করিয়া, তিনি একপ্রকার কৃতবিদ্য হইয়া
উঠিলেন ।

এই সময়ে, কোন নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে,
এক শিক্ষকের পদ শূন্য হইল । যাঁহাদের উপর
শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ভার ছিল, তাঁহারা,
কম্বাকাঙ্গীদিগের পরীক্ষার দিন নিরূপণ-
পূর্বক, ঘোষণা করিয়া দিলেন । পরীক্ষা-
দিবসে, জেঙ্কিঙ ও কম্বাকাঙ্গায় পরীক্ষা দিতে

উপস্থিত হইলেন। যত জন পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন, পরীক্ষকদিগের বিবেচনায়, তিনি সর্বাপেক্ষায় উৎকৃষ্ট হইলেন। তখন তিনি, কর্মে নিযুক্ত হইলাম স্থির করিয়া, অফুল্ল মনে গৃহ গমন করিলেন।

জেঙ্কিন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও, অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কর্ম দিলেন না। তাঁহারা, কাফরিকে শিক্ষকের কর্মে নিযুক্ত করা অযুক্ত বিবেচনা করিয়া, অন্য এক ব্যক্তিকে ঐ কর্মে নিযুক্ত করিলেন। জেঙ্কিন্স ঘনস্তাপে ত্রিয়মাণ হইলেন। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তথাপি কর্ম পাইলেন না, ইহা দেখিয়া, সেই স্থানের সন্ত্রাস্ত লোকেরা অতিশয় বিরক্ত হইলেন, এবং জেঙ্কিন্সের ঘনস্তাপনিবারণার্থে, সেই বিদ্যালয়ের নিকটেই আর এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। জেঙ্কিন্স এই বিদ্যালয়ে এমন সুন্দর শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই সমুদয় ছাত্র, পূর্ব বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিতে আসিল।

এই রূপে শিক্ষকের কর্মে নিযুক্ত হইয়াও, তিনি স্বয়ং শিক্ষা করিতে বিরত হইলেন না। কিঞ্চিৎ দূরে অন্য এক বিদ্যালয় ছিল ; তথাকার অধ্যাপক অতিশয় পঙ্গিত ছিলেন। জেক্সন যাহা শিক্ষা করিতেন, প্রতিশনিবার অবাধে সেই বিদ্যালয়ে গিয়া তথাকার অধ্যাপকের নিকট পরীক্ষা দিয়া আসিতেন। দুই এক বৎসর কর্ম করিয়া, তিনি কিঞ্চিৎ সংস্থান করিলেন।

এ পর্যন্ত জেক্সন যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহাকে পঙ্গিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাহার আরও অধিক বিদ্যা শিখিবার বাসনা হইল। তিনি ঘনে ঘনে ছির করিলেন, কিছু দিনের জন্যে প্রতিনিধি দিয়া ছুটী লইব, এবং কোন প্রধান বিদ্যালয়ে থাকিয়া, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিব।

অনন্তর, তিনি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-দিগের নিকট আপন প্রার্থনা জানাইলেন। অধ্যক্ষেরা তাহাকে অতিশয় আদর ও সম্মান

করিতেন। তাঁহারা সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। পরে, তাঁহার প্রধান সহায় পরম দর্যালু ঘনক্রিফ মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনি এডিনবরা নগরে গমন করিলেন, এবং তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, শীত কয়েক মাস, তথায় অবস্থিতিপূর্বক, উত্তম রূপে নানা বিদ্যা শিক্ষা করিলেন।

বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং পুনর্বার, পূর্ববৎ যথানিয়মে ও যথোপযুক্ত মনোযোগ সহকারে, বিদ্যালয়ের কর্ম করিতে আরম্ভ করিলেন।

জেঙ্কিল্প স্বভাবতঃ অতি সুশীল ও সচরিত্র, নত্র ও নিরহঙ্কার, এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন। আপন কর্তব্য কর্মে তাঁহার সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল। কি রাখাল, কি ক্লমক, কি শিক্ষক, যখন যে কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি সেই কর্মই যথোচিত যত্ন ও মনোযোগ পূর্বক নির্বাহ করিয়াছেন; কখনই কিঞ্চিম্বাত্র

আলস্য বা গুদাস্য করেন নাই। এজন্য
সকল লোকেই তাঁহাকে ভাল বাসিত।

সমুদয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, জেঙ্কিন
অতি আশ্চর্য লোক। দেখ! লেখা পড়া
শিখিবার নিয়িন্ত পিতা তাঁহাকে বিদেশে
পাঠাইয়া দেন। যে ব্যক্তি তাঁহার ভার লই-
যাওয়াছিলেন, সহসা মেই ব্যক্তির হত্য হওয়াতে,
তিনি এক বারে নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়ি-
লেন; কাহার সহিত পরিচয় নাই; কাহার
কথা বুঝিতে পারেন না; অন্ন বস্ত্র দেয় এমন
কেহ নাই; কোথায় যাইবেন, কি করিবেন,
কিছুই বুঝিতে পারেন না। যাঁহারা দয়া
করিয়া অন্ন বস্ত্র দিয়াছিলেন, তাঁহাদের
বাটীতে রাখালের কর্ম করেন ও চামের কর্ম
করেন। ফলতঃ, রাজপুত্র হইয়া কেহ
কথন এমন দুঃখে পড়ে নাই; কিন্তু ইচ্ছা ও
যত্ন ছিল বলিয়া, কেমন লেখা পড়া শিখিয়া-
ছেন।

যাহারা মনে করে, দুঃখে পড়িলে লেখা
পড়া হয় না, অথবা যাহারা দুঃখে পড়িয়া

লেখা পড়া ছাড়িয়া দেয়, তাহাদের মন দিয়া
জেক্সিসের বৃত্তান্ত পাঠ করা আবশ্যিক।

উইলিয়ম গিফোর্ড

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ডিবনশায়র প্রদেশে
অশবট্টন নামে এক নগর আছে। তথায়
গিফোর্ডের জন্ম হয়। গিফোর্ডের পিতা
সন্ত্রান্ত ও সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু উচ্চ-
আলতা ও অমিতব্যয়িতা দ্বারা নিতান্ত নিঃস্ব
হইয়া গিয়াছিলেন। চলিশ বৎসর বয়স না
হইতেই, তাহার মৃত্যু হইল। এই সময়ে,
গিফোর্ডের তের বৎসর মাত্র বয়স। তিনি
অতিশয় দুঃখে পড়িলেন। তাহার পিতা
সর্বস্ব নষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন; স্বতরাং
প্রতিপালনের কোন উপায় ছিল না, এবং
এমন কোন আভীয় কুটুম্বও ছিলেন না যে,
তাহার প্রতিপালনের ভার লয়েন।

কারলাইল নামে এক ব্যক্তি তাঁহাদের আত্মীয় ছিলেন। তিনি গিফোর্ডকে কছিলেন, আমি তোমার জননীকে কিছু টাকা ধার দিয়াছিলাম, তিনি তাহা পরিশোধ করিয়া ঘান নাই। তিনি, এই ছল করিয়া, অবশিষ্ট যা কিছু ছিল, সমুদয় লইলেন এবং গিফোর্ডকে আপন বাটিতে লইয়া রাখিলেন। গিফোর্ড ইতিপূর্বে কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন; এক্ষণে কারলাইল তাঁহাকে অধ্যয়নার্থ বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু আর খরচ ঘোগাইতে পারা যায় না, এই বলিয়া, তিনি চারি ঝাস মধ্যেই, তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইলেন।

কারলাইল, এই রূপে গিফোর্ডকে পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া লইয়া, ক্ষমিকস্মে নিযুক্ত করা স্থির করিলেন। কিন্তু পূর্বে তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক আঘাত লাগিয়াছিল; লাঙ্গলচালনপ্রভৃতি উৎকট পরিশ্রমের কর্ম তাঁহা স্বারা নির্বাহ হওয়া কঠিন। সুতরাং কারলাইল ক্ষমিকস্মে নিযুক্ত করার পরামর্শ

পরিত্যাগ করিলেন। পরে, তিনি তাঁহাকে এক ব্যক্তির নিকটে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই ব্যক্তি অতি দূর দেশান্তরে বাণিজ্য করিতেন। ইনি গিফোর্ডকে নিযুক্ত করিলে, ইছার বাণিজ্যস্থানে গিয়া তাঁহাকে থাকিতে হইত। কিন্তু ঐ ব্যক্তি গিফোর্ডকে নিতান্ত বালক দেখিয়া, কারলাইলের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

তৎপরে, কারলাইল তাঁহাকে ত্রিকুমহম বন্দরের এক জাহাজে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। গিফোর্ড কহিয়াছেন, “আমি জাহাজে নিযুক্ত হইয়া, ষৎপরোন্নাস্তি ক্লেশ পাইয়াছিলাম; কিন্তু আমি যে লেখা পড়া করিতে পাইতাম না, সেই ক্লেশ সর্বাপেক্ষায় অধিক বোধ হইয়াছিল।” কারলাইল, গিফোর্ডকে জাহাজে নিযুক্ত করিয়া দিয়া, এক বারও তাঁহার সংবাদ লইতেন না।

ত্রিকুমহমের জেলের মেয়েরা, সপ্তাহে দুই বার, অশৰ্টনে ষৎস্য বিক্রয় করিতে যাইত। তাঁহারা গিফোর্ডের ক্লেশ দেখিয়া, দুঃখিত

হইয়া, অশবর্টনে সকলের কাছে গণ্প করিতে।
ঐ সকল গণ্প শুনিয়া, গিফোর্ডের আত্মীয়েরা
কারলাইলের অত্যন্ত নিষ্ঠা করিতে লাগিলেন।
তখন কারলাইল, তাহাকে আনিয়া, পুনরায়
এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে দিলেন।

গিফোর্ড লেখা পড়ায় অত্যন্ত অনুরাগী
ছিলেন; এস্থাগে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া,
নিরতিশয় ঘন্টা ও পরিশ্রম সহকারে, অধ্যয়ন
করিতে লাগিলেন। তিনি কহিয়াছেন,
“আমি অণ্প দিনের মধ্যেই এত শিখিয়া
কে লিলাম্যে, বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্র বলিয়া
গণ্য হইলাম, এবং আবশ্যক মতে মধ্য মধ্যে
শিক্ষকের সহকারিতা করিতে লাগিলাম।
যথন যথন সহকারিতা করিতাম, শিক্ষক
মহাশয় আমাকে কিছু কিছু দিতেন। আমি
মনে মনে স্থির করিলাম, রীতিমত ইঁহার
সহকারী নিযুক্ত হইব, এবং অন্য সময়ে
অন্যান্য ছাত্রদিগকে শিক্ষণ দিতে আরম্ভ
করিব। ইহাতে যাহা লাভ হইবেক, তাহা-
তেই খাওয়া, পরা, ও লেখা পড়ার ব্যয়

নির্বাহ করিব। আর, আমার প্রথম শিক্ষক
বৃক্ষ ও রুঞ্জ হইয়াছিলেন, স্মৃতরাং তিনি যে
তিনি চারি বৎসরের অধিক বাঁচিবেন, এমন
সন্তাননা ছিল না। আমি ঘনে ঘনে আশা
করিয়াছিলাম, তাহার স্থূল হইলে, তদীয়
পদে নিযুক্ত হইতে পারিব। এই সময়ে
আমার বয়স পন্থৱৎসরমাত্র।

“আমি কারলাইলকে এই সকল কথা
জানাইলাম; কারলাইল শুনিয়া অত্যন্ত
অবঙ্গাপ্রদর্শন করিয়া কছিলেন, তুমি ষথেষ্ট
শিখিয়াছ ; ষত শিক্ষা করা আবশ্যিক, তাহা
অপেক্ষা বরং অধিক শিখিয়াছ। আমার
যাহা কর্তব্য, করিয়াছি ; এক্ষণে তোমায়
এক পাদুকাকারের বিপণিতে নিযুক্ত করিয়া
দিতেছি। তথায় থাকিয়া, ঘনোযোগ দিয়া
কাজ শিখিলে, উভর কালে অনায়াসে জীবিকা
নির্বাহ করিতে পারিবে। আমি শুনিয়া
অত্যন্ত বিষম হইলাম। একপ জ্ঞান্য ব্যবসায়
অবলম্বন করিতে আমার কোন মতেই ইচ্ছা
ছিল না। কিন্তু তৎকালে সাহস করিয়া

ଆପନ୍ତି, ବା ଅନିଜ୍ଞାପ୍ରକାଶ, କରିତେ ପାରିଲାମ ନା । ସୁତରାଂ, ଛୟ ବେସରେ ନିମିତ୍ତ ଏକ ପାଦୁକାକାରେ ବିପଣିତେ ନିଯୁକ୍ତ ହଇଲାମ ।

“ଏହି ଜୟନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟେର ଉପର ଆମାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଳୀ ଛିଲ ; ସୁତରାଂ ଶିଖିବାର ନିମିତ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଭ୍ୟାସି ହିଁତ ନା ; ଏବଂ ଭାଲ କରିଯା ଶିଖିତେଣ ପାରିଲାମ ନା । ଅର୍ଥମ ଶିକ୍ଷକେର ହୃଦୟ ହଇଲେ, ତାହାର କର୍ମେ ନିଯୁକ୍ତ ହିଁତେ ପାରିବ ଏହି ସେ ଆଶା କରିଯାଛିଲାମ, ଏଥିନ ଆମାର ମେ ଆଶା ଯାଇ ନାହିଁ । ଏଜନ୍ୟ, କର୍ମ କରିଯା ଅବସର ପାଇଲେଇ ଲେଖା ପଡ଼ା କରିତାମ । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ସର୍ବଦା ଅବସର ପାଇତାମ ନା । ଆମି ଅବସର ପାଇଲେଇ ପଡ଼ିତେ ବସି ଦେଖିଯା, ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସନ୍ତୃତ ହିଁତେନ, ଏବଂ ଯାହାତେ ଅବସର ନା ପାଇ, ଏକପ ଚେଷ୍ଟା କରିତେନ । କି ଅଭିପ୍ରାୟେ ତିନି ସେବନ କରେନ, ଆମି ପ୍ରଥମେ ତାହା ବୁଝିତେ ପାରି ନାହିଁ । ଅବଶେଷେ ଅନୁମନାନ କରିଯା ଜାନିତେ ପାରିଲାମ, ଆମି ସେ କର୍ମେର ଆକାଙ୍କ୍ଷାଯ ଲେଖା ପଡ଼ାଯ ସ୍ତ୍ରୀ କରିତେଛିଲାମ, ତିନି ଆପନ କନିଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟକେ

ঞ্চ কর্মে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত চেষ্টিত
ছিলেন।

“এই সময়ে, এক স্ত্রীলোক অনুগ্রহ করিয়া
আমায় একথানি বীজগণিত পুস্তক দিয়া-
ছিলেন; আমার নিকট এতদ্ব্যতিরিজ্জ আর
কোন পুস্তক ছিল না। অথবে উপক্রম-
গিকা না পড়িলে, ঐ পুস্তক পড়িতে পারা
যায় না। কিন্তু আমার নিকট বীজগণিতের
উপক্রমগিকা ছিল না; আর এমন সঙ্গতিও
ছিল না যে, ঐ পুস্তক ক্রয় করি। আমার
প্রভু আপন পুত্রকে একথানি উপক্রমগিকা
ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সাব-
ধানে গোপন করিয়া রাখিতেন; আমায়
দেখিতে দিতেন না। তিনি যে স্থানে লুকা-
ইয়া রাখিতেন, আমি তাহার সন্ধান পাইয়া-
ছিলাম; সন্ধান পাইয়া, কয়েক দিন প্রায়
সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, তাঁহার অস্তিত্বারে ঐ
পুস্তক পড়িয়া লইলাম।

“ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া বীজগণিতপাঠে
অধিকারী হইলাম এবং যত্নপূর্বক পাঠ

করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু অত্যন্ত অসুবিধা ঘটিল। অঙ্ক কসিবার নিষিদ্ধ কালি কলম কাগজের অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু ঐ সময়ে আমার এক পয়সারও সঙ্গতি ছিল না, এবং এমন কোন আভীয়ণ ছিলেন না যে, কিছু দিয়া সাহায্য করেন; সুতরাং ঐ সমুদ্রের সংযোগ ঘটিয়া উঠিত না। পরিশেষে অনেক ভাবিয়া, এক উপায় স্থির করিয়াছিলাম। চৰ্মখণ্ডকে মশুণ করিয়া কাগজ করিয়া লইতাম, এবং এক ভোঁতা আল লইয়া কলম করিতাম। এই রূপে, মশুণ চৰ্মখণ্ডের উপর অঙ্ক কসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহা অত্যন্ত গোপনে সম্পন্ন করিতে হইত। কারণ, আমার প্রত্যু সন্ধান পাইলে, নিঃসন্দেহ বন্ধ করিয়া দিতেন ও তিরস্কার করিতেন।”

এ পর্যন্ত, গিফোর্ড যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। অতঃপর, তাঁহার সে ক্লেশের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল। তাঁহার এক পরিচিত ব্যক্তি কতকগুলি প্লোক রচনা

করিয়াছিলেন। তদ্দেশে তাঁহারও শ্লোকরচনা করিতে ইচ্ছা হয়, এবং অবিলম্বে কতকগুলি শ্লোক রচনা করেন। তিনি আপন সহচর-দিগকে ঐ শ্লোক শুনাইতেন। শুনিয়া সকলে প্রশংসন করিত। কেহ কেহ কিছু পুরস্কারও দিত। এক দিন, বিকাল বেলায়, তিনি চারি আনা পান। মধ্যে মধ্যে, তিনি এই রূপে কিছু কিছু পাইতে লাগিলেন। যাঁহার এক পয়সা পাইবার উপায় ছিল না, মধ্যে মধ্যে একুশ প্রাপ্তি তাঁহার পক্ষে ঐশ্বর্য্যলাভ জ্ঞান হইত। এ পর্যন্ত, কালি, কলম, কাগজ ও পুস্তকের অভাবে তাঁহার লেখা-পড়ার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইত; এক্ষণে, আবশ্যকমত কিছু কিছু কিনিতে আরম্ভ করিলেন। শ্লোকরচনা ও শ্লোকপাঠ করিয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লাভ অতি গোপনে সম্পন্ন করিতে হইত।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এই বিষয় অধিক দিন গোপনে রহিল না; ক্রমে ক্রমে তাঁহার অভুর কর্ণগোচর হইল। আমার কাজ ক্ষতি করিয়া এই সকল করিয়া বেড়ায়, এই মনে

ভাবিয়া তিনি তাঁহার রচিত শ্লোক সকল এবং
কাগজ, কলম, কালি ও পুস্তক সমুদয়
কাড়িয়া লইলেন এবং অত্যন্ত তিরক্ষার করিয়া
এক বারে তাঁহার মেখা পড়া বন্ধ করিয়া
দিলেন। এই সময়েই তাঁহার প্রথম শিক্ষকের
স্থুত হইল, এবং তাঁহার স্থলে অন্য এক
ব্যক্তি নিযুক্ত হইলেন। এ পর্যন্ত, তিনি যে
ঐ পদে নিযুক্ত হইবার আশা করিয়া ছিলেন,
সে আশা এক বারে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই
দুই ঘটনা দ্বারা তিনি যৎপরোন্মাণি দুঃখিত
ও সর্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইলেন।
তিনি মনের দুঃখে কাহার নিকটে যাইতেন না,
কর্মের সময় কর্মসূত্র করিতেন, অবশিষ্ট
সময়ে একাকী বিরস বদনে বসিয়া থাকিতেন।
ফলতঃ, এই সময়ে তাঁহার মনোদুঃখের আর
সীমা ছিল না।

গিফোর্ডের মনোদুঃখের বিষয় কর্ণপরম্পরায়
কুক্সিনামক এক ব্যক্তির গোচর হইল।
তিনি গিফোর্ডের দুঃখের কথা শুনিয়া অতি-
শয় দুঃখিত হইলেন। গিফোর্ডের মুখে

তদীয় অবস্থাসংক্রান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত
বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার অন্তঃকরণে
অত্যন্ত দয়া উপস্থিত হইল। তখন, তিনি
মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, গিফোর্ডের দুঃখ
দূর করিব এবং তাঁহাকে ভাল করিয়া লেখা
পড়া শিখাইব। তদন্তুসারে তিনি, আত্মীয়-
বর্গের মধ্যে চাঁদা করিয়া, কিছু টাকা সংগ্ৰহ
করিলেন।

যে নিয়মে গিফোর্ড পূর্বোক্ত পাদুকা-
কারের বিপর্ণিতে নিযুক্ত হন, তদন্তুসারে
তাঁহাকে আর কিছু দিন তথায় থাকিতে
হইত। কুকুসি, তাঁহাকে ষাট টাকা দিয়া,
গিফোর্ডকে ছাড়াইয়া আনিলেন, অধ্যয়নের
নিমিত্ত এক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন,
এবং তাঁহার সন্মুদ্ধ ব্যয় নির্বাহ করিতে
লাগিলেন। এই সময়ে, গিফোর্ডের বয়স
কুড়ি বৎসর। বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে গিফোর্ডের
অত্যন্ত যত্ন ছিল; কেবল সুষোগ ঘটে নাই
বলিয়া, এ পর্যন্ত তিনি উত্তম রূপে শিক্ষা
করিতে পারেন নাই। এক্ষণে দায়াশীল কুকুসি

ও তাহার আত্মীয়বর্গের অনুগ্রহে বিলক্ষণ
শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, তিনি
লেখা পড়া বিষয়ে এত যত্ন ও এত পরিশ্রম
করিতে লাগিলেন যে, তাহার অনুগ্রাহকবর্গ
দেখিয়া শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন।

এই রূপে আন্তরিক যত্ন সহকারে, দুই
বৎসর দুই মাস অধ্যয়ন করিয়া, তিনি বিশ্ব-
বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার উপযুক্ত হইলেন।
কুক্সি তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া
দিলেন। তিনি নিশ্চিত জানিয়াছিলেন,
গিফোর্ড অনায়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা-
পত্র লাভ করিতে পারিবেন ; এজন্য, স্থির
করিয়াছিলেন, যত দিন গিফোর্ড, বিশ্ববিদ্যা-
লয়ে অধ্যয়ন করিয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া,
প্রশংসাপত্র মা পান, তত দিন সমুদয় ব্যয়
দিয়া তাহাকে অধ্যয়ন করাইবেন। কুক্সির
নিতান্ত অভিলাষ, গিফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রশংসাপত্র পান। কারণ, তাহা হইলেই,
তাহাকে সকলে বিদ্বান् বলিয়া গণনা করিবে।
গিফোর্ড বিশিষ্টরূপ বিদ্যালাভের নিমিত্ত

যেমন ব্যগ্র ছিলেন, তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তেমনই সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। তিনি কুক্সির অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত গ্রামপালে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, গিফোর্ডের প্রশংসাপত্র পাইবার পূর্বেই, কুক্সির হত্যা হইল। কিছু দিন পরে, গিফোর্ড প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইলেন। কুক্সি এই সময়ে জীবিত থাকিলে, কি অনিবাচনীয় প্রীতিলাভ করিতেন, বলিতে পারা যায় না।

কুক্সি গিফোর্ডের প্রতি যেরূপ দয়া ও স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার ভাল করিবার নিমিত্ত যেরূপ যত্নবান् ছিলেন, অন্য ব্যক্তির সেরূপ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং, কুক্সির হত্যা গিফোর্ডের পক্ষে বজ্রপাততুল্য হইল। কিন্তু কুক্সির হত্যা হওয়াতে, গিফোর্ড নিতান্ত নিঃসহায় হইলেন না। গ্রামবিমরণামূলক এক সন্ত্রাস ব্যক্তি তাঁহার সহায় হইলেন। গিফোর্ডের ভাল করিবার বিষয়ে ইঁহার বরং কুক্সি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ছিল। এই সন্ত্রাস

ব্যক্তির সহায়তাতে, গিফোর্ডের উত্তরোত্তর
ভাল হইতে লাগিল । তিনি ক্রমে ক্রমে
পশ্চিমসমাজে গণনীয় ও প্রশংসনীয় হইলেন,
এবং বিদ্যাবলে ও কার্যক পরিশ্রমে বিস্তর
ধন উপার্জন করিয়া, পরম স্বথে কালযাপন
করিতে লাগিলেন ।

এই রূপে বিদ্যা, খ্যাতি ও বিপুল সম্পত্তি
লাভ করিয়া, গিফোর্ড একাত্তর বৎসর বয়সে
তনুত্যাগ করেন । তিনি এক মুহূর্তের
নিমিত্তে বিস্মৃত হন নাই যে, কেবল কুকুর
দয়া ও স্নেহই তাঁহার বিদ্যা, খ্যাতি, স্বথ,
সম্পত্তি সমুদয়ের মূল । এই নিমিত্ত, স্থতু-
কালে তিনি আপন সমস্ত সম্পত্তি সেই পরম
দয়ালু মহাত্মার পুত্রকে দান করিয়া যান ।
ক্রতজ্জ্বার এরূপ দৃষ্টান্ত প্রায় দেখিতে পাওয়া
যায় না ।

অতি অল্প বয়সে গিফোর্ডের পিতৃবিয়োগ
হয় । সহায় সম্পত্তি কিছুই ছিল না । তিনি
বিংশতি বৎসর বয়স পর্যন্ত কত কষ্ট পাইয়া-
ছিলেন । বাল্যকাল অবধি, ভাল করিয়া লেখা

পড়া শিখিবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত যত্ন ছিল। কিন্তু, কারলাইল সে বিষয়ে অনুকূল না হইয়া বরং পূর্বাপর প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে, তিনি তাঁহাকে পাদুকাকারের বিপর্ণিতে নিযুক্ত করিয়া দেন। তথায় তাঁহার দুরবস্থার সীমা ছিল না। বাস্তবিক, তিনি কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত ষৎ-পরোনাস্তি ক্লেশে কাল্যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু, বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তাঁহার পূর্বাপর সমান অনুরাগ ছিল। ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত তাঁহার যে আন্তরিক যত্ন ছিল, এক মুহূর্তের নিমিত্ত তাঁহার মে যত্নের অগুমাত্র ঘূনতা হয় নাই। এই আন্তরিক যত্নের গুণেই, তিনি অসাধারণ বিদ্যা, খ্যাতি ও সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা যথার্থ বটে, কুক্সি তাঁহার ঘথেষ্ট আনুকূল্য করিয়া-ছিলেন, এবং সেই আনুকূল্য না পাইলে, তিনি কখন এক্রপ হইতে পারিতেন না; কিন্তু তাঁহার আন্তরিক যত্নই কুক্সির আনুকূল্যের মূল। লেখা পড়া বিষয়ে তাঁহার তাদৃশ আন্ত-

ରିକ ସତ୍ତା ନା ଦେଖିଲେ, କୁକୁସ୍ତି କଥନଇ ତୁମାର ପ୍ରତି ମେରୁପ ଦୟା ଓ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିତେନ ନା । ଅତଏବ, ଦେଖ ! ଆନ୍ତରିକ ସତ୍ତା ଥାକିଲେ ବିଦ୍ୟା, ଧ୍ୟାତି, ସୁଖ, ସଂପଦ ସକଳଇ ଲାଭ କରା ଯାଇତେ ପାରେ ; ଅବଶ୍ଵାର ବୈଷ୍ଣବ କଦାଚ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହିତେ ପାରେ ନା ।

ଡିକ୍ଲିମନ

ପ୍ରସିଯାର ଅନ୍ତଃପାତୀ ଫେଣୁଳ ନଗରେ ଡିକ୍ଲିମନର ଜନ୍ମ ହୟ । ଇନି ଅତି ଦୁଃଖୀର ସନ୍ତାନ । ଇହାର ପିତା, ଚର୍ମପାଦୁକା ନିର୍ମାଣ ଓ ବିକ୍ରଯ କରିଯା, ସଂସାରନିବାହ କରିତେନ । ଡିକ୍ଲିମନଙ୍କେ ଭାଲ କରିଯା ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଥାଇବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତା, ତୁମାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଲାଷ ଓ ସତ୍ତା ଛିଲ । ଏଜନ୍ୟ, ନାନା କଷ୍ଟ ସ୍ଵୀକାର କରିଯାଏ, ତିନି ତୁମାକେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଲୟେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିତେ ଦିଯାଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ, ସ୍ଵନ୍ଦ ଓ ରୁଥ ହଇଯା,

তাঁহাকে হাঁসপাতালে গিয়া থাকিতে হইল ।
সুতরাং, পুত্রের লেখা পড়ার ব্যবনির্বাহ
করিতে পারা দূরে থাকুক, আপনার চলাই
ভার হইয়া উঠিল ।

অতঃপর, উইক্সিলমন কিছু কিছু উপা-
র্জন করিতে না পারিলে, তাঁহার পিতার
চলা ভার । বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া,
উপার্জনের চেষ্টা দেখা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত
আবশ্যক হইয়া উঠিল । কিন্তু, তাঁহার একান্ত
অভিলাষ, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখেন ।
সুতরাং, তিনি কোন মতেই বিদ্যালয় পরি-
ত্যাগ করিতে সম্মত ছিলেন না । তিনি
সুশীল, পরিশ্রমী ও লেখা পড়ায় অতিশয়
যত্নবান् ছিলেন ; এজন্য, তাঁহার অধ্যাপকেরা
তাঁহাকে অতিশয় স্বেচ্ছ করিতেন । এই সময়ে
তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কিছু কিছু আনুকূল্য
করিতে লাগিলেন । আর তিনি নিজেও,
অল্পপাঠী বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া, কিছু
কিছু পাইতে লাগিলেন ।

এই রূপে যাহা লাভ হইতে লাগিল,

ତନ୍ଦ୍ରାର ପିତାର ଓ ନିଜେର ସମୁଦୟ ବ୍ୟଯ ନିର୍ବାହ
ହିୟା ଉଠେ ନା । ସୁତରାଂ, ଆର କିଛୁ ଲାଭ ନା
ହିଲେ ଚଲେ ନା । କିନ୍ତୁ, ଆର କିଛୁ ଲାଭେରେ
କୋଣ ସହଜ ଉପାୟ ଦେଖିତେ ପାଇଲେନ ନା ।
ପରିଶେଷେ, ଅନେକ ଭାବିଯା, ରାତ୍ରିତେ ପଥେ
ପଥେ ଗାନ କରିଯା ଭିକ୍ଷା କରିତେ ଆରାନ୍ତ କରି
ଲେନ । ତାହାତେ କିଛୁ କିଛୁ ଲାଭ ହିତେ ଲାଗିଲ
ଏବଂ ଦିନେର ବେଳାୟ ବିଦ୍ୟାଲୟେ ଥାକିଯା
ମିରିସ୍ତେ ପଡ଼ା ଶୁନାଓ ଚଲିତେ ଲାଗିଲ । ଏହି
ରୂପେ ଅଧ୍ୟାପକଦିଗେର ଆନୁକୂଳ୍ୟ ପାଇଯା, ଓ
ସ୍ଵରଂ କିଛୁ କିଛୁ ଉପାର୍ଜନ କରିଯା, ଆପନାର
ଓ ପିତାର ଭରଣପୋଷଣନିର୍ବାହ କରିତେ ଲାଗି
ଲେନ । ବୋଧ ହୁଯ, ବିଦ୍ୟାଲୟର ବାଲକେର ପକ୍ଷେ
ଇହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଟକର ଆର କିଛୁଇ
ହିତେ ପାରେ ନା । ଦେଖ, ବିଦ୍ୟାଶିକ୍ଷାବିମନ୍ୟେ
ଉଇଞ୍ଜିଲମନେର କେମନ ସତ୍ତ୍ଵ ! ଏତ କଟ ପାଇଯା
ଛିଲେନ, ତଥାପି ଲେଖା ପଡ଼ା ଛାଡ଼େନ ନାହିଁ ।
ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ସତ୍ତ୍ଵ ଓ ପରିଶ୍ରମ କରିଯା, ପରିଶେଷେ
ତିନି ଏକ ଜନ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ ପଣ୍ଡିତ
ହିୟାଛିଲେନ ।

উইলিয়ম পফ্টেলস

কুন্দের অন্তঃপাতী মর্মণি প্রদেশে ডলেরি
নামে গ্রাম আছে। পফ্টেলস সেই গ্রামে
জন্মগ্রহণ করেন। একে অতি দুঃখীর সন্তান;
তাহাতে আবার নিতান্ত শৈশব অবস্থায় পিতৃ-
বিয়োগ হয়; স্বুতরাং, ইচ্ছার প্রতিপালনের
অথবা লেখা পড়া শিখিবার কোন উপায়
ছিল না। যাহা হউক, স্বযোগমতে কিঞ্চিৎ
শিক্ষা করিয়া, ইনি লেখা পড়ায় এমন অনু-
রূপ হইয়াছিলেন যে, পুস্তক লইয়া পড়িতে
বসিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকিত না; তিনি
আহারের সময় আহার করিতে ভুলিয়া
যাইতেন। কিন্তু, দুঃখীর সন্তান বলিয়া, ভাল
করিয়া লেখা পড়া শিখিবার সুবিধা হয় না।
পারিস নগরে গেলে, লেখা পড়ার সুবিধা
হইতে পারিবেক, এই ভাবিয়া তিনি পারিস
যাত্রা করিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে পথে দস্তাদলে আক্রমণ করিল, সঙ্গে যা কিছু ছিল, সমুদয় কাড়িয়া লইল এবং অত্যন্ত প্রহার করিল। শরীরে এত আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাঁহাকে এক হাঁসপাতালে গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। তিনি তথায় দুই বৎসর থাকিয়া সুস্থ হইলেন এবং সুস্থ হইয়া পুনরায় পারিস যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু, কি খাইয়া ও কি পরিয়া পারিস যান, তাহার কোন ঠিকানা ছিল না। সেই সময়ে ক্ষেত্রের শস্ত্র পাকিয়া উঠিয়া ছিল। শস্ত্র কাটিবার নিমিত্ত, অনেকের ঠিকালোক নিযুক্ত করিবার আবশ্যকতা দেখিয়া, তিনি ঐ ঠিকা কর্ম করিতে লাগিলেন; এবং কয়েক দিন কর্ম করিয়া, পাথেয়ের সংস্থান ও পরিধেয় বন্দু সংগ্রহ পূর্বক পারিস যাত্রা করিলেন। তথার উপস্থিত হইয়া, তিনি লেখা পড়া শিখিবার ভাল সুযোগ করিতে পারিলেন না; পরিশেষে, অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, এক বিদ্যালয়ে পরিচারক নিযুক্ত হইলেন। এখানে

থাকিলে লেখা পড়ার অনেক সুবিধা হইবেক,
এই ভাবিয়া তিনি এ নীচ কর্মে নিযুক্ত
হইয়াছিলেন। ফলতঃ, তিনি ভাল করিয়া
লেখা পড়া শিখিবার নিষিদ্ধ এত উৎসুক
ছিলেন যে, এ নীচ কর্ম পাইয়াও সোভাগ্য
জ্ঞান করিয়াছিলেন। তিনি যে কর্মে নিযুক্ত
হইলেন, তাহাতে অবসর পাওয়া দুর্ঘট।
অত্যপূর্ণাত্ম যে অবসর পাইতেন, তাহাতেই
তিনি কিছু কিছু শিক্ষা করিতেন।

কিন্তু, লেখা পড়ায় আন্তরিক যত্ন থাকার
এমনই গুণ যে, এই ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে এক
জন অতি প্রধান পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন।
তাঁহার অসাধারণ বিদ্যার বিষয় ফুস্তের
অধিপতি প্রথম ফুস্তিসের গোচর হইলে,
তিনি তাঁহাকে, আরবী পারসী অভূতি পুস্তক
সংগ্রহের ভার দিয়া, লিবান্ট প্রদেশে প্রেরণ
করিলেন। তিনি তদ্বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা
ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করাতে, প্রধান রাজমন্ত্রী
তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি,
লিবান্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, এ রাজ-

মন্ত্রীর অনুগ্রহে, এক অতি প্রধান পদে নিযুক্ত
হইলেন।

এড়িয়ন

হলঙ্গের অন্তঃপাতী ইউট্রিস্ট নগরে এড়িয়নের
জন্ম হয়। ইঁহার পিতা অতি দুঃখী ছিলেন;
র্ণেকানির্মাণের ব্যবসায় করিয়া, কষ্টে সংসার-
নির্বাহ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা,
পুত্রকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখান।
কিন্তু, লেখা পড়ার ব্যয় নির্বাহ করেন, এমন
সংস্থান ছিল না। লুবেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে
কৃতকগুলি বালককে বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দিবার
নিয়ম ছিল. সুযোগ করিয়া তিনি এড়িয়নকে
তথায় প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন।

এই স্থলে অধ্যয়নকালে, এড়িয়নের
রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িবার সঙ্গতি ছিল
না। কিন্তু, লেখা পড়ায় অত্যন্ত অনুরাগ ছিল
বলিয়া, তিনি আলসে কালহরণ করিতেন

না। গিরজার দ্বারে ও পথের ধারে সমস্ত
রাত্রি আলোক জ্বলিত। তিনি পুস্তক লইয়া
তথায় গিয়া, সেই আলোকে পাঠ করিতেন।
এড়িয়ন, এইরূপ কষ্টে থাকিয়াও কেবল
আন্তরিক ঘরের শুণে অসাধারণ বিদ্যা উপা-
র্জন করিলেন এবং পাদরির কর্মে নিযুক্ত
হইলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার পদবৃক্ষ হইতে
লাগিল। বিদ্বান্ ও সচরিত্র বলিয়া, তিনি
স্পেনের রাজকুমারের শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত
হইলেন, এবং সেই রাজকুমার স্ত্রাটি হইলে
পর, তাঁহার সহায়তায়, পরিশেষে পোপের
সিংহাসনে অধিকৃত হইলেন।

লেখা পড়ায় আন্তরিক যত্ন থাকার কি
অনিবচনীয় শৃণ! দেখ, যে ব্যক্তি অতি
দুঃখীর সন্তান; যাঁহার রাত্রিতে অদীপ
জ্বালিয়া পড়িবার সঙ্গতি ছিল না; সেই ব্যক্তি
কেবল আন্তরিক যত্ন ছিল বলিয়া, কেমন
অসাধারণ বিদ্যা উপার্জন করিয়াছিলেন, এবং
সেই অসাধারণ বিদ্যার বলে কেমন উচ্চ পদে
অধিকৃত হইয়াছিলেন।

প্রিডে

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী করনওয়াল প্রদেশে
পড়ফো নামে এক নগর আছে। ঐ নগরে
প্রিডের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার এমন সঙ্গতি
ছিল না যে, ইঁহাকে ভাল করিয়া লেখা
পড়া শিখান। কোন বিদ্যালয়ে রাখিয়া
সামান্যরূপ কিছু শিখানও তাঁহার পক্ষে
দুঃসাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু, প্রিডের লেখা
পড়ায় অত্যন্ত যত্ন ছিল। বাটীতে থাকিয়া
লেখা পড়া শিখিবার কোন সুযোগ না হও-
য়াতে, তিনি অক্সফোর্ড' নগরে গমন করিলেন;
তথায় অন্য কোন উপায় নাদেখিয়া, অবশেষে
এক বিদ্যালয়ে পাঠকের সহকারী নিযুক্ত
হইলেন।

এই মৌচ কর্মে নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায়
এই যে, তদ্বারা বাসাখরচ চলিয়া যাইবেক।
তিনি এই রূপে বাসাখরচের সংস্থান করি-
লেন, এবং কর্ম করিয়া যখন অবসর পাই-
তেন, সেই সময়ে কিছু কিছু অধ্যয়ন করিতে

লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এই রূপে অধ্যয়ন করিয়া সুযোগমতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি বিলক্ষণ বিদ্যা উপার্জন করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিতে থাকিতেই, তিনি এক গ্রন্থ রচনা করিলেন। এ গ্রন্থে তাঁহার বিলক্ষণ পাণিত্যপ্রকাশ হইয়াছিল। তদৃষ্টে তাঁহার উপর রাজমন্ত্রীদিগের অনুগ্রহদৃষ্টি হইল। তাঁহাদের সহায়তায়, পরিশেষে, তিনি ওয়ারসেন্টেরের বিশপের পদে অধিরূপ হইলেন।

ডাক্তর এডাম

স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী মোরেনোমক প্রদেশে
রফোর্ড নামে এক গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে
এডামের জন্ম হয়। এই ব্যক্তি অতি দুঃখীর
সন্তান; কিন্তু, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখি-
বার নিষিদ্ধ তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা ছিল।
ষৎকালে তিনি এডিনবরায় অধ্যয়ন করিতে
যান, তখন তাঁহার অত্যন্ত দুঃখের দশা।
তিনি, অল্প ভাড়ায় একটি ছোট ঘর
লইয়া তাহাতেই অতি কষ্টে থাকিতেন;
নিতান্ত অসঙ্গতি প্রযুক্ত আহারেরও অত্যন্ত
ক্লেশ পাইতেন; প্রায়ই কাঁচা ঘরদা গুলিয়া
থাইয়া প্রাণধারণ করিতেন; তৈলের অভাবে
রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে পাইতেন
না; সন্ধিকার পর সহাধ্যায়ীদিগের আলয়ে
গিয়া পাঠ করিতেন। স্কটলণ্ডে শীতের অতি-
শয় প্রাদুর্ভাব; স্থুতরাঙ, রাত্রিতে পাথরিয়া
কয়লার আগুন জ্বালিয়া, সেই উভাপে শীত-
নিবারণ করিতে হয়। কিন্তু, এডামের কয়

କିନିବାର ସଙ୍ଗତି ଛିଲ ନା । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତବୋଧ ହଇଲେ, ତିନି କିମ୍ବା କ୍ଷଣ ବେଗେ ଦୌଡ଼ିଯା ବେଡ଼ା-ଇତେମ ; ତାହାତେ ଶରୀର ଗରମ ହଇଯା, ଆପା-ତତଃ ଶୀତନିବାରଣ ହଇତ । ଏତ କଷ୍ଟ ପାଇଯାଉ, ତିନି କ୍ଷଣ କାଳେର ନିମିତ୍ତ ଲେଖା ପଡ଼ାଯ ଯତ୍ନ କରିତେ ତୁଟି କରେନ ନାହି ; ଏବଂ ମେଇ ଯତ୍ନେର ଗୁଣେ, ନାନା ବିଦ୍ୟାଯ ପାରଦଶୀ ଓ ପରିଶେଷେ ଏଡିନବରାର ପ୍ରଧାନ ବିଦ୍ୟାଲୟେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଇଯା-ଛିଲେନ ।

ଲମ୍ବନସକ

କୁମିଲ୍‌ପାତୀ ଆକେଞ୍ଜଲ ପ୍ରଦେଶେ କୋଲ-ମଗର ନାମେ ଏକ ନଗର ଆଛେ । ଏହି ନଗରେ ଲମ୍ବନସଫେର ଜୟ ହୁଯ । ଇହାର ପିତା ଅତି ଦୁଃଖୀ ଛିଲେନ ; ସମୁଦ୍ର ହିତେ ମୁସ୍ୟ ଧରିଯା, ବାଜାରେ ବିକ୍ରି କରିଯା, ଜୀବିକାନିର୍ବାହ କରି-ତେମ । ଲମ୍ବନସକ କରେକ ବାର ପିତାର ସଙ୍ଗେ ଶ୍ଵେତ ଓ ଉତ୍ତର ସାଗରେ ମୁସ୍ୟ ଧରିତେ ଗିଯା-

ଛିଲେନ । ତିନି ଉତ୍ତର କାଲେ ପୈତୃକ ବ୍ୟବସାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିତେନ, ତାହାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ, ସୋଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଲେଖା ପଡ଼ା ବିଷୟେ ତାହାର ଅତିଶ୍ୟ ଅନୁରାଗ ଛିଲ । ଏ ଅନୁରାଗ ଛିଲ ବଲିଯା, ତିନି ଅବଶେଷେ ଅନ୍ତିମୀ ଓ ଚିରଶ୍ଵର-ଗୀୟ ହଇଯା ଗିଯାଛେନ ।

ଶୀତକାଲେ ମୁସ୍ତ ଧରିତେ ସାଇତେ ହଇତେ ନା । ଲମନସଫ, ମେଇ ସମୟେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଇଯା, ଆନ୍ତରିକ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିତେନ । ଏକ ପାଦରି ଅନୁଗ୍ରହ କରିଯା, ତାହାକେ ଶିକ୍ଷା ଦିତେନ । ତାହାର ନିକଟ ବ୍ୟାକରଣ, ପାଟୀଗଣିତ ଓ ଗୀତାବଳୀ ଏହି ତିନିଥାନି ମାତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଛିଲ । ତିନି, ଅଜ୍ଞ ପାଠ କରିଯା ଏ ତିନ ପୁସ୍ତକ ଆଦ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକୁ କରିଯାଛିଲେନ ।

ଉତ୍ତର ତିନି ପୁସ୍ତକ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର କିଞ୍ଚିତ ଆସ୍ଵାଦ ପାଇଯା, ଭାଲ କରିଯା ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଖିବାର ନିମିତ୍ତ, ତାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ଓ ଇଚ୍ଛା ହଇଲ । ତଥନ ତିନି ଘଙ୍କୋ ନଗରେ ଗମନ କରିଲେନ, ଏବଂ ତଥାକାର ଏକ ବିଦ୍ୟାଲୟେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହଇଯା, ଅନ୍ତର ଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ଏତ ଶିକ୍ଷା

କରିଲେନ ଯେ, ତଦୃଷ୍ଟେ ତୀହାର ଉପର ଅନେକେର
ଅନୁଗ୍ରହ ହିଲ । ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହେର ବଳେ, ନାନା
ବିଦ୍ୟାଳୟେ ଅଧ୍ୟାୟନ କରିଯା, ତିନି ବହୁ ବିଦ୍ୟାର
ଅନ୍ତିମ ପଣ୍ଡିତ ହିଁଯା ଉଠିଲେନ । ପ୍ରଥମତଃ,
ତିନି ଏକ ଅଧ୍ୟାପକେର ପଦେ ନିଯୁକ୍ତ ହନ ;
ପରିଶେଷେ, ରାଜମନ୍ତ୍ରୀର ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ
ହିଁଯାଇଲେନ ।

ଦେଖ ! ଲମ୍ବନସଫ ଓ ତୀହାର ପିତା ଉଭୟେର
କତ ଅନ୍ତର ; ଲମ୍ବନସଫେର ପିତା ମୃଦ୍ୟା ଧରିଯା
ଓ ବିକ୍ରଯ କରିଯା ଜୀବନ କାଟାଇଯା ଗିଯାଇଲେନ ;
କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବନସଫ ନାନା ବିଦ୍ୟାଯ ଅନ୍ତିମ ପଣ୍ଡିତ,
ଅଧ୍ୟାପକ, ଓ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁଯାଇଲେନ ।
ଲମ୍ବନସଫେର ଲେଖା ପଢାଯ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ତ୍ଵ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଅନୁରାଗ ଛିଲ ବଲିଯା, ତିନି ଏକପ ହିତେ
ପାରିଯାଇଲେନ ; ବତୁବା ତୀହାକେଓ ନିଃସମ୍ମେହ,
ପୈତୃକ ବାବସାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଯା, ଜୀବନ କାଟା
ହିତେ ହିତ ।

মেডক্স

এই ব্যক্তি লগুনবগৱে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি
অতি দুঃখীর সন্তান; অল্প বয়সেই পিতৃহীন
ও মাতৃহীন হন। তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে
এই অভিপ্রায়ে এক ঝটিওয়ালার দোকানে
নিযুক্ত করিয়া দেন যে, তথায় থাকিয়া কর্ম
শিখিয়া, উত্তর কালে ঐ বাবসায় অবলম্বন-
পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবেন।
কিন্তু, লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত তাঁহার
আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। পুস্তক পাইলেই,
তিনি সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া পড়িতে
বসিতেন। স্মৃতরাং, তাঁহাকে রাখিয়া ঝটিওয়া-
লার বিশেষ উপকার বোধ হইত না। তাঁহাকে
পড়িতে দেখিলে, সে অতিশয় বিরক্ত হইত।

ফলতঃ উভয় পক্ষেরই অত্যন্ত অসুবিধা
ঘটিয়া উঠিল। অবাবে মনের সাধে পড়িতে
পাইতেন না বলিয়া, মেডক্স মনে মনে
অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন; আর তিনি কর্মের
সময় কর্ম না করিয়া পড়িতে বসিতেন,

এজন্য রুটিওয়ালা তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইত । পরিশেষে, রুটিওয়ালা তাঁহাকে দোকান হইতে তাড়াইয়া দিল । আত্মীয়েরা, লেখা পড়া বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ যত্ন দেখিয়া, তাঁহাকে স্কটলণ্ডে পাঠাইলেন এবং এই অভিপ্রায়ে অবর্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন যে, যাহাতে উক্তর কালে পাদ-রিয়ে কর্ম করিতে পারেন, তদুপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিবেন ।

তথার, কিছু দিন, তিনি উক্ত রূপে অধ্যয়ন করিলেন ; কিন্তু, নানা কারণে বিরক্ত হইয়া, গ্রি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া দিয়া, ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন ; এবং লঙ্ঘনের বিশপ গিবনসের সহায়তায়, কেন্টিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপার্জন করিলেন । এই রূপে অভিলাষামুক্ত বিদ্যা লাভ করিয়া, মেডক্স পাদরির কর্মে নিযুক্ত হইলেন । উক্তরোক্তর তাঁহার পদবৃক্ষি হইতে লাগিল । পরিশেষে, তিনি বিশপের পদ প্রাপ্ত হইলেন ।

ଦେଖ ! ଲେଖା ପଡ଼ାଯା ଆନ୍ତରିକ ସତ୍ତ୍ଵ ଥାକାରୀ
କି ଶୁଣ ! ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଟିଗ୍ରୋଲାର ଦୋକାନେ
ଥାକିଯା କର୍ମ ଶିଖିଯା, ଉତ୍ତର କାଲେ ଏ ବ୍ୟବ-
ସାଯ ହାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେକ ବଲିଯାଛିର
ହଇଯାଇଲ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶପେର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ
ହଇଲେନ ।

ଲଙ୍ଗୋମଣ୍ଟେନ୍ସ

ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଡେନମାର୍କେର ଅନ୍ତଃପାତୀ ଲଙ୍ଗସବର୍ଗ
ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ଝିଂହାର ପିତା ପ୍ରତି-
ଦିନ ଜନ ଥାଟିଯା ସଂସାରଯାତ୍ରା ନିର୍ବାହ କରି-
ତେନ ; ସୁତରାଂ, ତାହାର ପୁନ୍ଦିଗକେ ଲେଖା
ପଡ଼ା ଶିଥାଇବାର କ୍ଷମତା ଛିଲ ନା । ଲଙ୍ଗୋ-
ମଣ୍ଟେନ୍ସେର ଆଟ ବ୍ସର ସମୟ ପିତୃ-
ବିରୋଗ ହୁଏ । ସୁତରାଂ, ତିନି ନିତାନ୍ତ ନିରା-
ଭ୍ୟ ହଇଯା ପଡ଼ିଲେନ । ତାହାର ମାତୁଳ
ତାହାକେ, ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଥିବାର ନିମିତ୍ତ
ନିତାନ୍ତ ଉତ୍ସୁକ ଦେଖିଯା, ଏକ ବିଦ୍ୟାଲୟେ ପାଠୀ-

ହିୟା ଦିଲେନ । ତିନି ତଥାଯ ଅଧ୍ୟୟନ କରିତେ
ଲାଗିଲେନ ।

ଲଙ୍ଘମଟେନ୍ସର ଆର କରେକ ସହୋଦର
ଛିଲ । ତାହାରା ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଖିତେ ପାର
ନାହିଁ । ଏକଣେ, ତାହାକେ ବିଦ୍ୟାଲୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ
ହିୟା ଲେଖା ପଡ଼ା କରିତେ ଦେଖିଯା, ତାହାରେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଦ୍ଧା ଜମିଲ । ଆମରା ଲେଖା ପଡ଼ା
ଶିଖିତେ ପାଇଲାମ ନା, ଓ କେନ ଶିଖିବେ, ଏହି
ହିସାତେ ତାହାରା ତାହାର ଉପର ଏତ ଉତ୍ପାତ
ଆରମ୍ଭ କରିଲ ଯେ, ତିନି ବିରକ୍ତ ହିୟା ଦେଶ-
ତ୍ୟାଗ କରିଯା ଫିଲ୍ଦୁ ଅଦେଶେର ଅନ୍ତଃପାତୀ
ଉଈର୍ଗ ନଗରେ ଗମନ କରିଲେନ ।

କିଛୁ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଲୟରେ ଥାକିଯା, ତାହାର ଭାଲ
କରିଯା ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଖିବାର ନିମିତ୍ତ ଅତିଶୟ
ଇଚ୍ଛା ହିୟାଛିଲ । ଏକଣେ ତିନି, ଏହି ହାନେ
ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀ ହିୟା, ଲେଖା ପଡ଼ାର ଚେଷ୍ଟା ଦେଖିତେ
ଲାଗିଲେନ । କିନ୍ତୁ, କୋନ ସୁଯୋଗ ସଟିଯା ଉଠିଲ
ନା । ଅନ୍ତଃଃ, ଥାଓଯା, ପରା ଓ ପୁନ୍ତକ୍ରମେର
ସଂହାନ ନା ହିଲେ, ଲେଖା ପଡ଼ା ଚଲିତେ ପାରେ
ନା । ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ଦେଖିଯାଓ, ତିନି ଏହି

সমুদয়ের সংস্থান করিয়া উঠিতে পারিলেন
না ; অবশ্যে, অনেক ভাবিয়া এক বিদ্যা-
লয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি দিবাভাগে
তথায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন ; রাত্রিতে
অন্য স্থানে কর্ম করিয়া, কিছু কিছু উপার্জন
করিতেন ; তাহাতেই কষ্টে আহারাদিনির্বাহ
হইত।

ক্রমাগত এগার বৎসর এইরূপ কষ্ট
পাইয়া, উইবর্গে থাকিয়া, তিনি আন্তরিক যত্ন
সহকারে বিলক্ষণ লেখা পড়া শিখিলেন।
কিছু দিন পরে, তিনি স্বদেশে প্রতিগমন
করিলেন, এবং ডেনমার্কের রাজধানী কোপন-
হেগেন নগরে যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তথায়
গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।
তিনি স্বত্যার দুই বৎসর পূর্ব পর্যন্ত ঐ কর্ম
করিয়াছিলেন। তত্যতিরিক্ত, তিনি নানা
বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দেখ ! যে ব্যক্তির পিতা প্রতিদিন জন
খাটিয়া কষ্টে সংসার নির্বাহ করিতেন, সেই
ব্যক্তি, অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াও, আন্তরিক যত্ন

ସହକାରେ ବିଦ୍ୟା ଉପାର୍ଜନ କରିଯା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟା-
ଲଯେର ଅଧ୍ୟାପକ ହଇୟାଛିଲେନ ।

ରେମ୍ସ

ଫ୍ରାନ୍ସେର ଅନ୍ତର୍ଭାବୀ ପିକାର୍ଡି ପ୍ରଦେଶେ ରେମ୍ସେର ଜୟ ହୁଏ । ରେମ୍ସେର ପିତା ଯାର ପର ନାହିଁ ଦୁଃଖୀ ଛିଲେନ । ରେମ୍ସ ବାଲ୍ୟକାଳେ ମେଷଚାରଣକର୍ମେ ନିଯୁକ୍ତ ହଇୟାଛିଲେନ । କିଛୁ ଦିନେଇ ରାଖାଲୀ କର୍ମେ ତାହାର ବିରକ୍ତି ଜଞ୍ଜିଲ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଶିକ୍ଷା କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଏକାନ୍ତ ଅଭିଲାଷ ହଇଲ । ଏଥାନେ ଥାକିଲେ, ରାଖାଲୀଓ ଘୁଚିବେକ ନା ଏବଂ ଲେଖା ପଡ଼ାଓ ଶିଥିତେ ପାଇବ ନା ଏହି ଭାବିଯା, ତିନି, ପିତାର ଆଲୟ ହିତେ ପଲାୟନ କରିଯା, ପାରିସ ରାଜ୍ୟଧାନୀତେ ଉପସ୍ଥିତ ହିଲେନ । ଏହି ମୟୟେ ତାହାର ବୟସ ଆଟବ୍ୟମାତ୍ର ।

ପାରିସେ ଉପସ୍ଥିତ ହଇୟା, ରେମ୍ସ ଅର୍ଥମତଃ କିଛୁ ଦିନ ବିନ୍ଦର କ୍ଲେଶ ପାଇୟାଛିଲେନ । ତିନି ଭାଲ କରିଯା ଲେଖା ପଡ଼ା ଶିଥିବାର ନିମିତ୍ତ,

এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, অন্য কোন সুযোগ করিতে না পারিয়া, অবশেষে নেবা-রের বিদ্যালয়ে পরিচারকের কর্মে নিযুক্ত হইলেন ; দিবসে যে অবসর পাইতেন তাহাতে, এবং রাত্রিতে, সবিশেষ পরিশ্রম করিয়া, অল্প দিনের মধ্যেই, বিলক্ষণ শিক্ষা করিলেন। এ পর্যন্ত, তিনি শিক্ষাবিষয়ে প্রায় কাহার সাহায্য পান নাই।

পরিশেষে, তিনি বৎসর ছয় মাস রীতিমত উপদেশ পাইয়া, এবং স্বয়ং প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, তিনি এক জন অদ্বিতীয় বিদ্঵ান্হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ, তিনি এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিখ্যাত গ্রন্থকর্তা ছিলেন, এবং ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ে ন্তৃত্ব মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, লেখা পড়া বিষয়ে অত্যন্ত ইচ্ছা ও আন্তরিক যত্ন না থাকিলে, তিনি কখনই এরূপ হইতে পারিতেন না।



